৭৮৬
৯২

মুফতী আ'যম বাঙ্গাল সমগ্র

(প্রথম খন্ড)

মুফতী আ'যম বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী
(দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

Pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামে তালাক বিধান

তালাক দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী আ'যম বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

৭৮৬
৯২

মুফতী আ'যম বাঙ্গাল সমগ্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী আ'যম বাঙ্গাল

শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

(দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

MUFTI E AZAM BANGAL SAMAGRA

(BENGALI)

Writer : Mufti Azam Bengal Shaikh Golam Samdani Razvi
Islampur College Road, Murshidabad, West Bengal, India, Pin-742304

—ঃ প্রকাশনায় ঃ—

৷. রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি
ইসলামপুর কলেজ রোড, ইসলামপুর,
জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত
পিন - ৭৪২৩০৪

প্রকাশকাল - ফেব্রুয়ারী, ২০১৮

(সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত)
(ALL RIGHT RESERVED BY THE WRITER)

সূচীপত্র

(১) সূচীপত্র ১ পৃষ্ঠা থকে ১৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত

(২) মুফতী আ'যম বাঙ্গাল সমগ্র ১৫ পৃষ্ঠা থেকে ১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত

(৩) আমার সামান্য কলমী কাজ ১৭ পৃষ্ঠা থেকে ২৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত

(৪) লেখক পরিচিতি ২৫ পৃষ্ঠা থকে ৩০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত

(৫) মুনতাখাব হাদীস ৩৩ পৃষ্ঠা থেকে ১৩৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত

(৬) ফাতাওয়া মুফতী আয'ম বাঙ্গাল ১৪০ থেকে ২১৯ পর্যন্ত

(৭) ইসলামে তালাক বিধান ২২২ থেকে ২৬১ পর্যন্ত

(৮) নামাজের নিয়াত নামা ২৬৪ থেকে ২৯৯ পর্যন্ত

(৯) নারীদের প্রতি এক কলম ৩০২ থেকে ৩২২ পর্যন্ত

(১০) তাবলিগী জামায়াতের অবদান ৩২৬ থেকে ৫১৩ পর্যন্ত

(১১) সেই মহা নায়ক কে ? ৫১৬ থেকে ৬৫৭ পর্যন্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচীপত্র

মুনতাখাব হাদীস

বাশারিয়াতে মোস্তফা

(১) হজরত আদমের পূর্বে নবী মোস্তফ ৩৩
(২) হজরত আদম নবী মোস্তফার অসিলা ধরিয়াছেন..........................৩৪
(৩) হজরত আদমের পিঠে নবী মোস্তফার নাম..............................৩৬
(৪) সমস্ত আসমানে নবী মোস্তফার নাম..............................৩৬
(৫) জান্নাতের দরওয়াজায় নবী মোস্তফার নাম..............................৩৬
(৬) হজরত আদমের সামনে নবী মোস্তফার আজান..........................৩৮
(৭) দুই শত বৎসরের নাফরমানের নাজাত..............................৪০
(৮) হজরত জিবরাঈল নবী মোস্তফার নিকটে ২৪ হাজার বার আসিয়াছেন.........৪১
(৯) হজরত জিবরাঈল আসমানে নবী মোস্তফাকে ৭২ হাজার বার দেখিয়াছেন.......৪২
(১০) নবী মোস্তফা খাতনাবস্থায় জন্ম গ্রহন করিয়াছেন..........................৪৩
(১১) নবী মোস্তফা চাদের সহিত কথা বলিতেন..............................৪৪
(১২) মাতা হালীমার কলে নবী মোস্তফার ইনসাফ..............................৪৫
(১৩) নবী মোস্তফার পিঠে মোহরে নবুওয়াত..............................৪৬
(১৪) নবী মোস্তফা আলো ও অন্ধকারে সামান দেখিতেন..........................৪৭
(১৫) নবী মোস্তফা অগ্র পশ্চাতে সমান দেখিতেন..............................৪৮
(১৬) নবী মোস্তফার দৈহিক ওজন..............................৫০
(১৭) নবী মোস্তফার অসাধারন চক্ষ ও কান..............................৫১
(১৮) কবরে খেজুর শাখা..............................৫২
(১৯) নবী মোস্তফা সৃষ্টির মধ্যে সব চাইতে জ্ঞানী..............................৫৪
(২০) নবী মোস্তফার দৈহিক খোশবু..............................৫৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২১) নবী মোস্তফার ছায়া ছিল না.....৫৭
(২২) নবী মোস্তফার কেশ মুবারকের বর্কাত.....৫৮
(২৩) নবী মোস্তফার কেশ মুবারকের অবমাননা করা কুফরী.....৫৯
(২৪) নবী মোস্তফার রক্ত পবিত্র.....৬০
(২৫) নবী মোস্তফা নিদ্রার পরে বিনা অজুতে নামাজ পড়িয়াছেন.....৬১
(২৬) নবী মোস্তফার তিন প্রকার আকৃতি.....৬৩
(২৭) নবী মোস্তফা স্বপ্নদোষ থেকে পবিত্র.....৬৪
(২৮) নবী মোস্তফার পায়খানা দেখা যাইত না.....৬৫
(২৯) নবী মোস্তফার পেশাব পায়খানা পাক.....৬৬
(৩০) নবী মোস্তফার আকীকাহ.....৬৯
(৩১) নবী মোস্তফার কিছু নাম.....৭০
(৩২) নবী মোস্তফার পিতা মাতা তাওহীদের উপরে ছিলেন.....৭১
(৩৩) নবী মোস্তফার হাই ছিল না.....৭২
(৩৪) নবী মোস্তফা আল্লাহ তায়ালাকে দেখিয়াছেন.....৭৪
(৩৫) আবু তালেব ঈমান আনে নাই.....৭৫
(৩৬) নবী মোস্তফা কবর শরীফে স্বশরীরে জীবিত.....৭৬
(৩৭) নবী মোস্তফা উম্মাতের দরূদ সালাম থেকে অবগত.....৭৭

ইল্মে গায়বে মোস্তফা

(৩৮) জানাজার নামাজে চার তাকবীর.....৮৭
(৩৯) গায়বানা জানাজা জায়েজ নয়.....৮৮
(৪০) জান্নাত, খিলাফত ও শাহাদতের শুভ সংবাদ.....৮৯
(৪১) নবী মোস্তফার কথা পাহাড় বুঝিয়া থাকে.....৯২
(৪২) নবী মোস্তফা হজরত উসমানকে পানি দিয়াছেন.....৯৩
(৪৩) স্বপ্নে নবী মোস্তফার তলোয়ার প্রদান.....৯৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪৪) হজরত আলীর শাহাদাতের সংবাদ.....৯৫
(৪৫) হজরত হোসাইনের শাহাদাতের সংবাদ.....৯৬
(৪৬) হজরত ত্বালহার শাহাদাতের সংবাদ.....৯৯
(৪৭) হজতর মায়মুনার মৃত্যু সংবাদ.....১০১
(৪৮) হজরত আম্মারের মৃত্যু সংবাদ.....১০২
(৪৯) হজরত ফাতিমার মৃত্যু সংবাদ.....১০৪
(৫০) নবী মোস্তফা সেনাপতির হাতে পতাকা দিয়াছেন.....১০৫
(৫১) নবী মোস্তফা পেটের অবস্থা জ্ঞত.....১০৯
(৫২) বিবিগনের মধ্যে কে আগে ইন্তেকাল করিবেন.....১১০
(৫৩) মুসলমানদের একাংশ ঠাকুর পূজা করিবে.....১১২
(৫৪) নবী মোস্তফা মসজিদ থেকে মুনাফিকদের বাহির করিয়া দিয়াছেন.১১৩
(৫৫) নবী মোস্তফা এক চোরকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন.....১১৪
(৫৬) নবী মোস্তফা বলিয়া দিয়াছেন কে কোথায় মরিবে.....১১৬
(৫৭) বাহাত্তর দল জাহান্নামী হইবে.....১১৭
(৫৮) কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত সংবাদ দিয়াছেন.....১১৯
(৫৯) নবী মোস্তফা হইলেন হাজিন নাজির.....১২১
(৬০) উম্মাতের আমল অবগত.....১২২
(৬১) নবী মোস্তফা আল্লাহর দর্শন করিয়াছেন.....১২৪
(৬২) নবী মোস্তফা জানেন কে জান্নাতী ও কে জাহান্নামী.....১২৬
(৬৩) হত্যাকারী ও নিহত উভয় জাহান্নামী.....১২৭
(৬৪) খিলাফত কত বৎসর চলিবে.....১২৯
(৬৫) কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফের.....১৩১
(৬৬) সূর্য গ্রহনের নামাজ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ.....১৩২
(৬৭) হজরত আলী শেষ খলিফা.....১৩৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামে তালাক বিধান

(১) কোরয়ান পরিবর্তন হইবার নয়.....২২৩
(২) কোরয়ান একমাত্র কিতাব ২২৪
(৩) ইসলামে তালাক বিধান.....২২৫
(৪) সংবিধান বোঝা সহজ নয়.....২২৫
(৫) তালাকের মধ্যে রহিয়াছে কল্যান.....২২৬
(৬) তালাকে স্ত্রীর উপকার.....২২৭
(৭) তালাকে উভয়ের উপকার.....২২৮
(৮) বিবাহ বন্ধন পুরূষের হাতে.....২২৮
(৯) নিরুপায় অবস্থায় তালাক.....২২৯
(১০) তালাকের প্রয়োগ পদ্ধতি.....২৩০
(১১) তালাক দেওয়ার তরীকা.....২৩২
(১২) এক সঙ্গে তিন তালাক ২৩২
(১৩) তিন তালাকের পর.....২৩৫
(১৪) আপনার কাছে আমার আবেদন.....২৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১৫) হুজুর পাকের শুভাগমনে নারীর স্বাধীনতা.....২৩৭
(১৬) নারীর জন্য অংশ নির্ধারন.....২৩৯
(১৭) তবে দুঃখ করিবেন না.....২৪০
(১৮) বিধবার প্রতি ইসলামের ইনসাফ.....২৪১
(১৯) অতীত অপেক্ষা বর্তমান ভয়াবহ.....২৪২
(২০) ইসলাম নারীর আগমনে সন্তুষ্ট.....২৪৩
(২১) কন্যার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা.....২৪৫
(২২) নর অপেক্ষা নারীর সম্মান বেশি.....২৪৫
(২৩) শেষ বারের মত সাবধান করিতেছি.....২৫০
(২৪) তৃতীয় অধ্যায় (আমল সমুহ).....২৫০

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামাজের নিয়াত নামা

(১) ভুমিকা..২৬৪

(২) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নিয়াত..২৬৯

(৩) জুময়ার নামাজের নিয়াত..২৭৩

(৪) নফল নামাজের নিয়াত সমুহ..২৭৬

(৫) কাজা নামাজের নিয়াত..২৮২

(৬) কিছু জরুরী কথা...২৮৪

(৭) দরুদ শরীফের ফজীলত..২৮৬

(৮) আমার মুরীদ ভাইদের প্রতি..২৯০

(৯) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তাসবীহ...২৯৩

(১০) তাওবা - ইস্তেগফারের ফজীলত..২৯৪

(১১) সালামে রেজা...২৯৬

(১২) রেজবী মুনাজাত..২৯৮

(১৩) মুনাজাতের অনুবাদ..২৯৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

নারীদের প্রতি এক কলম

(১) অরম্ভ করিবার পূর্বে ৩০২
(২) ইসলামে পরদাহ প্রাথা ৩০৬
(৩) 'পরদাহ' এর শাব্দিক ও ইসলামিক অর্থ ৩০৭
(৪) একটি জরুরী মসলা ৩০৮
(৫) হজরত আয়শা সিদ্দিকা ৩০৯
(৬) পরদাহ প্রথার কারণ কি ? ৩১১
(৭) হয়েজ ও নিফাসের বিবরণ ৩১৩
(৮) হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় নারী ৩১৬
(৯) কিছু উপদেশ মনে রাখিবেন ৩২০

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাবলিগী জামায়াতের অবদান

(১) জামায়াতের জন্ম তারিখ.....৩২৭
(২) তাবলিগী জামায়াতের ব্যর্থতা.....৩৩১
(৩) জামায়াতের অবদান.....৩৩৫
(৪) মিলাদ শরীফ ৩৩৬
(৫) কিয়াম শরীফ.....৩৩৮
(৬) বাহাস আরম্ভ করিয়া দিন.....৩৪৩
(৭) সভায় সভায় চ্যালেঞ্জ.....৩৪৯
(৮) আইলিয়ায় কিরামদিগের উরুস ৩৫১
(৯) মাজার শরীফ সম্পর্কে প্রশ্ন.....৩৫৩
(১০) মাজার শরীফে মহিলাদের যাতায়াত.....৩৫৮
(১১) বাদ্য সহকারে কাওয়ালী.....৩৬৩
(১২) মাজারে ফুল ও চাদর চড়ানো.....৩৬৫
(১৩) কবর চুম্বন ও সিজদা.....৩৬৭
(১৪) কয়েকটি প্রশ্ন.....৩৭০
(১৫) নকল মাজার তৈরী.....৩৭৫
(১৬) ফাতিহা শরীফ.....৩৭৮
(১৭) কবর যিয়ারত.....৩৭৯
(১৮) মাজার যিয়ারতের উদ্দেশ্য সফর.....৩৮১
(১৯) বৃদ্ধাঙ্গুলে চুম্বন করতঃ চোখে বুলানো.....৩৮৮
(২০) জানাজার পরে দুয়া.....৩৮৯
(২১) নামাজের মৌখিক নিয়াত.....৩৯৪
(২২) শবে বরাতের ইবাদত.....৩৯৬
(২৩) শবে বরাতের হালুয়া.....৪০০
(২৪) মুহার্রমের খিচুড়ি.....৪০৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২৫) মুর্দার জন্য চালিসা করা..৪০৬

(২৬) জুলুসে মুহাম্মাদী..৪০৯

(২৭) পতাকা উত্তোলন..৪১১

(২৮) শির্কের সঠিক সংজ্ঞা..৪১৩

(২৯) বিদয়াতের সঠিক সংজ্ঞা..৪১৪

(৩০) কোন্‌টি শির্ক ? কোন্‌টি বিদয়াত ?..৪১৮

(৩১) করুনাময়ের দরবারে কৃতজ্ঞতা..৪২২

(৩২) দেওবন্দীদের কিছু আক্বীদাহ..৪২৩

(৩৩) ‘ইয়া রসুলাল্লাহ’ বলা নাজায়েজ..৪৩০

(৩৪) হায়, সমাজের অধঃপতন ৪৩৪

(৩৫) হিন্দুদের হুলী দেওয়ালী..৪৩৫

(৩৬) দুর্গাপূজা ৪৩৫

(৩৭) বিশ্বকর্মা ৪৩৭

(৩৮) ২৫ শে ডিসেম্বর ও ১ লা জানুয়ারী..৪৩৯

(৩৯) সকাল,সন্ধ্যায় সিনেমা..৪৩৯

(৪০) এখন বাঁচিবার উপায়..৪৪১

(৪১) নেট্‌ বা ছাকনি জাল..৪৪২

(৪২) বে রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন..৪৪৪

(৪৩) আব্দুল হামিদ কাশেমী..৪৪৫

(৪৪) আজানের পরে দুয়া..৪৪৯

(৪৫) মজবুত প্রচিরের প্রয়োজন..৪৫০

(৪৬) কয়েকটি প্রশ্ন..৪৬০

(৪৭) দাফনের পরে আজান..৪৬৫

(৪৮) কবরে খেজুর শাখা..৪৬৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪৯) দাফনের পরে তালকীন..........৪৬৯
(৫০) মুর্দাকে কবরে কাইত করিয়া শোয়াইবেন..........৪৭০
(৫১) অপ-প্রচারে কান দিবেন না..........৪৭১
(৫২) সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরলবী..........৪৭৪
(৫৩) সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদুদী..........৪৭৫
(৫৪) জাকির নায়েক..........৪৭৬
(৫৫) মধুর সহিত মদ বিক্রয়..........৪৮৪
(৫৬) পূনাঙ্গ নামাজ শিক্ষা..........৪৮৭
(৫৭) রিসার্চ সেন্টার, না শয়তানী সেন্টার..........৪৮৮
(৫৮) ওহাবী সম্প্রদায়..........৪৯৪
(৫৯) অখন্ডে ভারতে ওহাবী মতবাদ..........৪৯৬
(৬০) ঐতিহাসিক হানিফী সম্মেলন..........৪৯৭
(৬১) ফুরফরা পন্থীদের বর্তমান অবস্থা..........৫০২
(৬২) দোদুল্যমান আলেমদের প্রতি..........৫০৭
(৬৩) বাংলায় বোখারীর বঙ্গানুবাদ..........৫০৮
(৬৪) মোসনাদে ইমাম আ'যম..........৫০৯
(৬৫) সহীহুল বিহারী..........৫১০
(৬৬) তাসাউফের কিতাব পড়িবেন..........৫১১
(৬৭) সালামে রেজা..........৫১২

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেই মহা নায়ক কে ?

(১) আল্লামা ফজলে হক ৫১৭

(২) বংশ সূত্র..৫১৭

(৩) আল্লামার শিক্ষা জীবন..৫১৮

(৪) ইরানী মুজতাহিদের পলায়ন..৫১৯

(৫) মুদার্‌রিসের মসনদে আল্লামা ৫২২

(৬) ইল্মে হাদীসের সনদ..৫২৩

(৭) ইল্মে মানতেক বা দর্শন শাস্ত্রের সনদ..৫২৩

(৮) আল্লামার কলমে ৫২৪

(৯) আল্লামার আধ্যাত্মিক গুরু..৫২৫

(১০) আল্লামার শিষ্যগনের নাম..৫২৫

(১১) আল্লামা মুনাজারা করিয়াছিলেন..৫২৭

(১২) আল্লামার রাজনৈতিক জীবন..৫২৮

(১৩)জিহাদের ফতওয়া প্রদান..৫৩০

(১৪) ইংরেজ লেখক মিষটার হান্টার..৫৩১

(১৫) ম্যাডাম পোলোনাস্কায়া..৫৩২

(১৬) দিল্লির বিখ্যাত সাংবাদিক চুন্নিলাল..৫৩২

(১৭) মুফতী ইন্তেজা মুল্লাহ..৫৩৩

(১৮) প্রফেসার আইয়ুব কাদেরী ৫৩৩

(১৯) ডক্টর আবুল লাইস..৫৩৪

(২০) হোসাইন আহমাদ মাদানী..৫৩৪

(২১) রাইস আহমাদ জা'ফরী ৫৩৫

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২২) মুস্তাকীম আহসান হামিদী.....৫৩৬
(২৩) গোলাম রসুল মোহর.....৫৩৬
(২৪) হামিদ হাসান ক্বাদেরী.....৫৩৭
(২৫) মোহাম্মাদ ইসমাঈল পানিপতী.....৫৩৭
(২৬) সাইয়েদাহ উনাইস ফাতিমাহ.....৫৩৭
(২৭) সাইয়েদ সুলাইমান নদবী.....৫৩৭
(২৮) 'আজ জুবাইর' পত্রিকা.....৫৩৮
(২৯) 'তাহরীক' পত্রিকার একাশং.....৫৩৮
(৩০) আল্লামার শেষ পরিক্ষা.....৫৩৯
(৩১) আন্দামানে আল্লামার ইন্তেকাল.....৫৪০
(৩২) সত্যই পুত্র পিতার নমুনা.....৫৪১
(৩৩) ফাঁসী অথবা গুলিতে নিহত.....৫৪১
(৩৪) যাহারা পরদেশী হইয়াছিলেন. ৫৪২
(৩৫) মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী.....৫৪৪
(৩৬) হানাফী মযহাবের ঘোর বিরধীতা.....৫৪৬
(৩৭) ইসমাঈল দেহলবীর দীক্ষা গ্রহন করা.....৫৪৭
(৩৮) তাকবীয়াতুল ঈমান.....৫৪৭
(৩৯) বিনা মূল্যে বিতরণ.....৫৪৮
(৪০) 'তাকবীয়াতুল ঈমান' এর খন্ডনে.....৫৪৯
(৪১) সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলবী.....৫৫৩
(৪২) নয়া ঐতিহাসিকের নতুন ইতিহাস.....৫৫৬
(৪৩) সাইয়েদ সাহেবের দীক্ষা গ্রহন.....৫৫৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪৪) গাঙ্গুহীও বাঁচিলেন না......৫৫৯
(৪৫) অমুসলিমদের দাওয়াত গ্রহন......৫৬০
(৪৬) একটি ছোট সমীক্ষা......৫৬২
(৪৭) হিন্দু মহারাজের দাওয়াত গ্রহন......৫৬৩
(৪৮) হরিরামের উ ঢৌকন......৫৬৪
(৪৯) ভাবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন......৫৬৫
(৫০) দুই নায়কের রাজনৈতিক চরিত্র ৫৬৯
(৫১) বৃটিশের জগন্য প্ল্যান......৫৭০
(৫২) ইংরেজদের ইংগিতে হজ্বে গমন......৫৭১
(৫৩) কা'বা শরীফে পৃথক জাময়াত......৫৭৩
(৫৪) হজ্ব থেকে ফিরিবার পর......৫৭৪
(৫৫) ইংরেজদের সহিত সুসম্পর্কর......৫৭৬
(৫৬) শিখদের সহিত জিহাদ......৫৮৪
(৫৭) মৌলবী খায়রুদ্দীনের বিবরন......৫৮৮
(৫৮) শীধুর যুদ্ধ হইতে পলায়ন......৫৮৯
(৫৯) শীধুর যুদ্ধের পর......৫৯১
(৬০) সাইয়েদ আহমাদের ফতওয়া......৫৯৩
(৬১) মুরীদ না হইবার অপরাধে......৫৯৪
(৬২) মৌলবী মাহবুব আলী দেহলবী......৫৯৬
(৬৩)মৌলিক মতভেদ......৫৯৯
(৬৪) শিখদের সহিত আপোশ......৬০২
(৬৫) সাইয়েদ সাহেবের মরদেহ ৬০৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৬৬) ইমাম মাহদীর মসনদে সাইয়েদ.....৬০৭
(৬৭) সাইয়েদ আহমাদ আকাশ থেকে নামিবেন.....৬০৮
(৬৮) সমিক্ষা.....৬১১
(৬৯) সাইয়েদ সাহেবের মুর্তি.....৬১৩
(৭০) মিথ্যা ভরা 'চেপে রাখা ইতিহাস'.....৬১৬
(৭১) অভিশপ্তদের প্রতি গজব.....৬২৬

তৃতীয় অধ্যায়

(৭২) ভারতের ওহাবী মতবাদ.....৬২৮
(৭৩) দেওবন্দীদের কতিপয় ধারনা ৬৩০
(৭৪) দেওবন্দী আলেমদের ওহাবী হইবার স্বীকৃতী.....৬৩৩
(৭৫)দেওবন্দী মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন.....৬৩৪
(৭৬) কাশেম নানুতবী ও রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী.....৬৩৬
(৭৭) আরো একটি ঘটনা.....৬৪১
(৭৮) আশরাফ আলী থানবু.....৬৪২
(৭৯) তাবলিগী জাময়াত.....৬৪৬

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী আ'যম বাঙ্গাল সমগ্র

এই সমগ্রের মধ্যে রহিয়াছে (ক) মুনতাখাব হাদীসের মাত্র দুইটি অধ্যায় । প্রথম অধ্যায় 'বাশারিয়াতে মুস্তাফা' । দ্বিতীয় অধ্যায় ইল্মে গায়েবে মুস্তফা । এই মুনতাখাবটির বৈশিষ্ট হইল যে, প্রত্যেক অধ্যায়ে নাম্বারং ভাবে চল্লিশটি করিয়া হাদীস রহিয়াছে । আবার বিনা নাম্বারেও রহিয়াছে বহু হাদীস । ইনশা আল্লাহ তায়ালা, যথা সময়ে কিতাখানা বড় আকারে সতন্ত্রভাবে প্রকাশ হইবে ।

(খ) ফাতাওয়া মুফতী আ'যম বাঙ্গাল এর একাংশ । এই কিতাবখানা অনেকগুলি খন্ডে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে । যাহার মধ্যে রহিয়াছে এক হাজার আটান্ন জন ব্যক্তির নামধাম সহ তাহাদের প্রশ্ন গুলির জবাব । দ্বিত্বীয় খন্ডের একাংশ আপনাদের সামনে রহিয়াছে ।

(গ) ইসলামে তালাক বিধান । এই কিতাব খানা এক প্রকার মহিলাদের জন্য লেখা হইয়াছে । কারন, মহিলারা বর্তমানে কিছু নামধারী মুসলামান ও বিশেষ করিয়া অমুসলিমদের প্ররচনায় পড়িয়া তলাক সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকার হইয়া গিয়াছে । আশা করি, আমার এই কিতাবখানা পাঠ করিলে তালাকের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিবে এবং তাহাদের বিভ্রান্তির অবসান ঘটিবে ।

(ঘ) নারীদের প্রতি এক কলম । এই রিসালাটির মধ্যে রহিয়াছে আমার স্নেহর মা ও বোনদের জন্য বহু উপদেশ পূর্ন গুরুত্ব আলোচনা, যাহাতে তাহারা নিজদের মধ্যে ইসলামী জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে।

(ঙ) নামাজের নিয়াত নাম । এই কিতাবটির মধ্যে দলীলের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভিত্তিতে নামাজের আন্তরিক ও মৌখিক নিয়াতের প্রয়োজনীয়তা দেখানো হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত নামাজের নিয়াত গুলি আরবী ও বাংলা উচ্চারনসহ লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে বাড়ির বড়ো ও ছোট, মহিলা ও পুরূষ প্রত্যেকেই মুখস্ত করিয়া নিতে পারে।

(চ) বালাকোট খন্ডনে এক কলম । এই কিতাবটির মধ্যে ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ানের প্রতি দেওবন্দী মৌলবীদের অপবাদ গুলির জবাব ।

(ছ) তাবলিগী জাময়াতের অবদান ।এই কিতাবটির মধ্যে উদ্ধৃতির আলোকে ও বাস্তাব প্রমানে হইয়অছে যে, তাহারা গোমরাহী পথের পথিক হইয়া মানযুষকে গোমরাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে ।

(জ) সেই মহা নায়ক কে ? বাংলা ভাষায় ইহা হইল অদ্বিতীয় কিতাব । ইহার মধ্যে দেখানো হইয়াছে স্বাধীনাতা সংগ্রমে আল্লাম ফজলে হক খায়রাবাদী আলাইহির রহমার অবদান এবং সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরলবী ও ইসমাঈল দেহলবীর গাদ্দারীর দাস্তান ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখক পরিচিতি

নাম - গোলাম ছামদানী রেজবী ।

জন্ম - ইংরাজি ১৮/০২/১৯৫৭, অরবী ১৮ ই রজব ১৩৭৬ হিজরী ।

পিতার নাম - কুরবান আলী রেজবী ।

দাদার নাম - গোলাম মোস্তফা ।

মাতার নাম - জোহরা বিবি ।

জন্ম স্থান - গ্রাম - খাঁনপুর, পোস্ট - কালিকাপতা, থানা - উস্তি, জেলা - দক্ষিন ২৪ পরগানা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ।

প্রাপ্ত উপাধী - মুফতী আ'যম বাঙ্গাল ।

শিক্ষাগত যোগ্যতা - আলীম, ফাজিল, এম এম (মোমতাজুল মোহাদ্দেসীন) M.A (1st class in Arbic) ।

বায়েত - আওলাদে আ'লা হজরত, তাজুশ শরীয়াহ আল্লামা আখতার রেজা খাঁন কাদেরী (আজহারী মিয়া) বেরেলী শরীফ, উত্তর প্রদেশ, ভারত ।

খেলাফত প্রাপ্ত - (১) নাওয়াসায়ে মুফতী আ'যম হিন্দ, হজরত আল্লামা জামাল রেজা খাঁন কাদেরী (জামালে মিল্লাত) বেরেলী শরীফ, উত্তর প্রদেশ, ভারত ।

(২) নিজ পীর মুর্শিদ বিশ্ববরেন্য ইসলামিক চিন্তাবীদ, আওলাদে আ'লা হজরত, তাজুশ শরীয়াহ আল্লামা আখতার রেজা খাঁন কাদেরী (আজহারী মিয়া) বেরেলী শরীফ, উত্তর প্রদেশ, ভারত ।

(৩) নাওয়াসায়ে সাদরুল আফাজীল সাইয়েদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী হজরত আল্লামা সাইয়েদ আজীমুদ্দীন নাঈমী ।

অ্যাওয়ার্ড - (১) ২০১০ সালে কলকাতা ইমাম আহমাদ রেজা সোসাইটি 'মুফতী আ'যম তালেমী এ্যায়াড প্রদান করেন ।

(২) ২০১১ সালে আসাম তথা বারাক উপত্যকা আহলে সুন্নাত অয়াল জামায়াত এর পক্ষ থেকে 'সুন্নাতের দিশারী' ও 'মননশীল লেখক' এবং সুবিখ্যাত বক্তা আখ্যায়িত করিয়া মানপত্র প্রদান করেন ।

(৩) ২০১২ সালে শাহাজাদায় সাদরুশ শরীয়া মোহাদ্দিসে কাবীর আল্লামা জিয়াউল মুস্তফা কাদেরী সাহেব কিবলা হাদীসের সানাদ প্রদান করেন ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪) ২০১৩ সালে আসাম রেজা ফাউন্ডেশান ও গবেষনা কেন্দ্র মুফতী আ'যম বাঙ্গাল উল্লেখ করতঃ মানপত্র প্রদান করেন ।

কর্মজীবন - (১) সর্বপ্রথম ১৯৭৫ সালে হুগলী জেলায় জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তঃগত সিতাপুর এন্ডাউমেন্ট সিনিয়ার মাদ্রাসায় সহ শিক্ষক পদে নিয়োগ পান ।

(২) ১৯৭৭ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় দৌলতাবাদ থানায় অন্তঃগত ছয়ঘরী কে. আই. সিনিয়ার মাদ্রাসায় সহশিক্ষক পদে নিয়োগ পান এবং ২০১৭ সালে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী অবসর গ্রহন করেন ।

দ্বীনি খিদমাত - (১) ১৯৭৮ সালে প্রথম লেখালেখির কাজ শুরু করেন এবং উক্ত সালেই রচনা করেন 'তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্‌সালাম' ।

(২) ১৯৭৯ সালে ত্রৈমাসিক 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই প্রত্রিকার মুল উদ্দেশ্য ছিল বাতিল সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারের জবাব দেওয়া । এই পত্রিকার ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া ছিল ।

(৩) পরবর্তীতে 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকার নাম পরিবর্তন হইয়া 'সুন্নী কলম' নামে প্রকাশিত হইতে থাকে । যাহা ২০০৩ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ।

(৪) পরবর্তী সময়ে 'সুন্নী কলম' পত্রিকাটি (R.N.I) নাম্বার করিতে কিছু সরকারী বাঁধা আসিয়া যায়, তাই নাম পরিবর্তন হইয়া 'সুন্নী জাগরণ' নামে বর্তমানে প্রকাশ হইতেছে। যাহা বর্তমান পশ্চিবঙ্গে আহলে সুন্নাত অয়াল জামায়াতের স্থায়ী মুখপত্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছে ।

(৫) ২০০০ সাল হইতে নিজ বাসভবনে কিতাবী তালীমের ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহা আজও যথা নিয়মে চলিতেছে । দুরদুরান্ত থেকে মানুষ আসিয়া উক্ত মজলিশ হইতে বিভিন্ন প্রকার সমস্যার শরীয়াত সম্মত সমাধান নিয়া থাকেন।

(৬) ২০০০ সাল থেকে ইসলামপুর শহরে ঈদে মিলাদুন নবীর জুলুশ বাহির করেন যাহাতে বর্তমান বহু মানুষ অংশ গ্রহন করিয়া থাকেন । মুর্শিদাবাদে ইহা সর্ব প্রথম জুলুশ বলিয়া গন্য কারা হইয়া থাকে ।

(৭) আসাম রাজ্যে সর্ব প্রথম শিলচর শহরে জুলুশে মোহাম্মাদী তাঁহার উদ্যোগে বাহির হইয়া ছিল । বর্তমানে উক্ত জুলুশে হাজার হাজার মানুষ সামাগম হইয়া থাকেন ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৮) ২০০২ সালে স্থায়ীভাবে শরীয়তী মসলা মাসায়েল ও ফতওয়া প্রদানের জন্য 'রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন ।

(৯) ২০১৫ সালে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গে আহলে সুন্নাত অয়াল জামায়াতের সমস্ত দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গুলিকে একত্রিত করিয়া 'অল-বেঙ্গল রাবেতায়ে মাদারিসে সুন্নীয়া' নামে সুন্নী ইসলামী বোর্ড গঠন করেন ।

(১০) ২০১৫ সালে মাদ্রাসা শিক্ষকগনের জন্য 'দরসে হিদায়া' স্পেশাল ক্লাস চালু করেন ।

(১১) ২০১৭ সালে 'দারসে বোখারী' স্পেশাল ক্লাস চালু করেন ।

এইভাবে তিনি সমগ্র জীবন বিভিন্ন ছোট বড় সুন্নী সংগঠন গুলিকে পরিপূর্নতা দান করেন । পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সুন্নীয়াতের কলমী খিদমাতে যাহার কলমের কোন তুলনা হয় না । তিনি নিজে লিখিয়া, কখনো অনুবাদ করিয়া কিংবা কখনো সংকলন করিয়া বহুগ্রন্থ প্রনেতা হিসাবে বাংলাবিশ্বকে ইসলামী জ্ঞানের জগতে অনেক অমুল্য সম্পদ উপহার দিয়াছেন । এখন তাঁহার কলমী খিদমাত সম্পর্কে সক্ষিপ্ত আলোচনা করিব । তিনি কোন বিষয়ে কি কি কিতাব রচনা করিয়া সুন্নী সমাজে উপহার দিয়াছেন।

—ঃ ইল্মে কোরয়ান ঃ—

(১) ফায়জে রব্বানী তাফসীরে সামদানী

(২) তাফসীর নুরুল কোরয়ান (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা)

(৩) কানজুল ঈমান (অনুবাদ)

(৪) কোরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কানজুল ঈমান'

—ঃ ইল্মে হাদীস ঃ—

(১) মোসনাদে ইমাম আ'যম (বঙ্গানুবাদ)

(২) মোসনাদে আবু হানীফা

(৩) মুনতাখাব হাদীস

(৪) হাদীসের আলোকে জবাজ

—ঃ ইল্মে ফিক্বহ ঃ—

(১) ফতওয়ায় মুফতী আ'যম বাঙ্গাল

(২) বাংলা ভাষায় জুময়ার খুতবাহ

(৩) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪) মাসায়েলে কুরবানী

(৫) আনওয়ারে শরীয়াত (বঙ্গানুবাদ)

(৬) জান্নাতী জেওয়ার (বঙ্গানুবাদ)

(৭) ইসলামে তালাক বিধান

(৮) ফতওয়ায় রেজবীয়ার আলোকে জবাব

—ঃ ইল্মে আকায়েদ ঃ—

(১) আল মিসবাহুল জাদিদ (বঙ্গানুবাদ)

(২) কাশফুল হিজাব (বঙ্গানুবাদ)

(৩) নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন

(৪) সুন্নীয়াতের আলামত

—ঃ ইল্মে মারেফত ঃ—

(১) বর্যাখী জীবন বা কবরের অবস্থা

(২) সুন্নী তাবীজাত

(৩) জিন্নাতের উপদ্রব থেকে পরিত্রান

—ঃ ইল্মে তারিখ বা ইতিহাস ঃ—

(১) ওহাবীদের ইতিহাস

(২) সেই মহা নায়ক কে ?

(৩) বালাকোট খন্ডেনে এক কলম

(৪) চেপে রাখা ইতিহাসে উপর এক কলম

(৫) বালাকোটে কাল্পনিক কবর

—ঃ রদ্দে ওহাবী ঃ—

(১) তাবলীগ জামায়াতের গুপ্ত রহস্য

(২) তাবলীগ জামায়াতের অবদান !

(৩) ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী

(৪) গোমরাহ জাকির নায়েক

(৫) শয়তানের সেনাপতি

(৬) বাংলার বাতিল ফিরকা ফুরফুরা

(৭) আইনুদ্দীন গোবিন্দপুরীর অসারতা

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৮) আবুল কাশেমই লা মযহাবী কুড়ি রাকয়াত তারাবী

—ঃ সুন্নীয়াত প্রতিষ্ঠায় ঃ—

(১) আমজাদী তোহফাহ বা সুন্নী খুতবাহ
(২) সলাতে মুস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৩) সলাতে মুস্তফা বা সুহী নামাজ শিক্ষা
(৫) মোহাম্মদা নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম
(৬) হানাফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(৭) নারীদের প্রতি এক কলম
(৮) দাফনের পরে
(৯) দাফনের পুর্বা পর
(১০) হাদীসের আলোকে হানাফী নামাজ
(১১) নফল নিয়াত
(১২) দোয়ায়ে মুস্তফা
(১৩) নামাজের নিয়াত নামা
(১৪) মক্কা ও মদীনার মুসাফির

—ঃ জীবনী গ্রন্থ ঃ—

(১) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী
(২) এশিয়া মহাদেশের ইমাম
(৩) কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত

—ঃ সম্পাদকী কলম ঃ—

(১) ইমাম আহমাদ রেজা পত্রিকা
(২) সুন্নী কলম পত্রিকা
(৩) সুন্নী জাগরন পত্রিকা

—ঃ বিজ্ঞাপন ঃ—

(১) সুন্নাতে নবুবী ও সাহাবী ২০ রাকয়াত তারাবীহ
(২) শেষ সমাধি
(৩) অপ - প্রচারে বিভ্রান্ত হইবেন না
(৪) আমি চ্যালেন্জ করিতেছি, দেওবন্দী - তাবলিগীরা ওহাবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫) কানুন মুতাবিক হউক
(৬) হক্ক ও বাতিলের লড়াই
(৭) সপ্তগ্রাম বাহাস কমিটির প্রতি
(৮) অপ-প্রচার বন্ধ করুন
(৯) চলুন মুনাজারাতে যাই
(১০) বাহাসের চুড়ান্ত ফলাফল
(১১) দেওবন্দী বিশ্বাস ঘাতকদের চিনে নিন
(১২) এক সঙ্গে তিন তালাক
(১৩) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে নিরাপদ
(১৪) বিশেষ বিজ্ঞপ্তি
(১৫) জামায়াতে ইসলামী বাতিল ফিরকা
(১৬) এক দিনের চুড়ান্ত মুনাজারা
(১৭) ফুরফুরাবীদের ধারনায় তাবলিগী জাময়াত
(১৮) কবরে সিজদাহ করা কি জায়েজ ?
(১৯) রেডিও সংবাদে ঈদ হারাম
(২০) আল্লাহর আশ্চর্য ফিরিশতা
(২১) মল্লিকপুরের মুনাজারা
(২২) বগুড়ার পীর মুজাদ্দিদ নহেন

আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমাদের এই দোয়া, আল্লাহ পাক তাঁহার জীবনে সুস্থতা দান করেন ।তাঁহার মাধ্যমে সুন্নীয়াতের জন্য আরো কলমী খিদমত করাইয়া নেন ।তাঁহার ও তাঁহার পরিবার বর্গের উপর রহমতের বারিশ নাজিল করুন ।আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন ।

ডক্টর বাতিন নিয়াজী (সুইডেন)
সংগৃহিত - App Masaile Kurbani
সংকলক - ইনজিনিয়ার সাইয়েদ মুস্তফা সাকিব (হাওড়া)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামে তালাক বিধান

তালাক দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা।

মুফতী আ'যম বাঙ্গাল

শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

مَوْلَایَ صَلِّ وَسَلِّمْ

دَآئِماً اَبَداً عَلٰی

حَبِیْبِکَ خَیْرِ الْخَلْقِ

کُلِّهِمِ مُحَمَّدٌ سَیِّدُ

الْکَوْنَیْنِ وَالثَّقَلَیْنِ

وَالْفَرِیْقَیْنِ مِنْ

عَرَبٍ وَّمِنْ عَجَمٍ۔

pdf By Syed Mostafa Sakib

الحمد الله رب العٰلمين - والصلوة
والسلام علٰى اخرالانبياء محمد
عليه الصلوة والتسليم -

اما بعد -

বর্তমান কেন্দ্র বি জে পি সরকার মুসলিম 'পার্সনাল ল' এর উপরে, বিশেষ করিয়া 'তালাক' বিধানের উপরে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেছে । কিছু নামধারী মুসলমান সরকারের এই অবৈধ হস্তক্ষেপের স্বপক্ষে সহযোগিতা করিতেছে । সরকারের দাবী হইল যে, মুসলিম মহিলারা তালাক প্রাপ্তা হইয়া ভয়ানক বিপদের সম্মুখিন হইতেছে। সুতরাং তালাক বিধানটি স্বমুলে শেষ করিয়া দিতে হইবে । সরকারের এই কথায় সায় দিয়া কিছু নাস্তিক নামধারী মুসলমানও দাবী করিতেছে যে, তালাক প্রথা উঠিয়া যাওয়া জরুরী । এমন কি অনেক নাম করা মানুষ বলিয়া দিয়াছে যে, কোরয়ানে তালাকের কথা নাই । লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ! ইহারা কখনোই মুসলমান নয় । ইহারা আসলেই হইল ইসলাম ও মুসলমানদের মহা শত্রু ।

মুসলিম সমাজের সমস্ত মানুষ তালাক সম্পর্কে অবগত রহিয়াছে কিন্তু সাবাই তালাক সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে অবগত নয় যে, এই তালাক বিধানের কারণ কি ? তালাকের মধ্যে উপকার ও অপকার কি রহিয়াছে ? তালাক দেওয়া নেওয়ার নিয়ম কি ? ইত্যাদি । আমি তালাক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে একটি কলম প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় কলম ধরিয়াছি, যাহাতে আমার মুসলিম ভাই বোনেরা কোন কপটের কথায় কান দিয়া বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া না যায় ।

-প্রকাশ থাকে যে, তালাক কেবল মুসলমানদের একটি মৌলিক প্রথা নয়, বরং ইহা হইল কোরয়ান পাকের একটি বিশেষ অধ্যায় । কোরয়ান পাকের কোন অধ্যায় তো দুরের কথা, কোরয়ান পাকের কোন অক্ষরকে যথাস্থান থেকে সরাইয়া দেওয়া সম্ভব নয় । কোন মুসলমান অথবা অমুসলিম কোরয়ান পাকের কোন বিধানকে পরিবর্তনের দাবী আনিতে পারে না । কারণ, কোরয়ান পাক হইল আল্লাহ তায়ালার বানী ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোরয়ান পরিবর্তন হইবার নয়

মানব রচিত কিতাব একবার নয়, বরং একশত বার পরিবর্তন করা সম্ভব । বেদ পুরানের শ্লোক পরিবর্তন হইতে পারে । কারণ, এইগুলি হইল মানব রচিত । ভারতের সংবিধান পরিবর্তন করা সম্ভব । কারণ, এই সংবিধান হইল মানব রচিত । কোরয়ান পাক কি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রচনা ! কখনোই নয়। প্রত্যেক মুসলমানের বিশ্বাস যে, কোরয়ান পাক আল্লাহ তায়ালার বানী । কাফেররা কিন্তু এই কথায় বিশ্বাসী ছিল না যখন কোরয়ান পাক অবতির্ন হইতে ছিল তখন তাহারা বিশ্বাস করিতে ছিল না যে, ইহা আল্লাহ তায়ালার বানী । এই সময়ে আল্লাহ তায়ালা চেলেন্জ করতঃ ঘোষনা করিয়াছেন -

"وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا

بسورة من مثله"

আর যদি তোমাদের ইহাতে কিছু সন্দেহ থাকে যাহা আমি আমার বান্দা (মোহাম্মাদ) এর প্রতি অবতীর্ন করিয়াছি, তাহা হইলে তোমরা উহার স্বদৃশ্য একটি সুরাহ নিয়া এসো ।

মক্কার বড় বড় পন্ডিত কাফেররা এই চেলেন্জ এর মুকাবিলা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল । কিন্তু তাহারা বিফল হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে কেহ একটি সূরাহ রচনা করিয়া ছিল -

"الفيل ـ ما الفيل ـ وما ادراك ما الفيل ـ ذنبه قليل ـ

خرطومه طويل"

হাতী । হাতী কি ? আর তুমি কি জানো হাতী কি ? ইহার লেজটি ছোট এবং উহার শুড়টি লম্বা ।

তাহাদের এই রচনা দেখিয়া তাহারা নিজেরাই হাঁসিয়া ফেলিয়া ছিল । কারণ, তাহারা দেখিয়া ছিল যে, তাহাদের রচনাটি হইয়াছে অত্যন্ত মামুলি । এই মা'মুলি রচনা কে নিয়া কোরয়ানের মুকাবিলা করা যাইতে পারে না । কারণ, কোরয়ান পাকের প্রতিটি আয়াত সর্ব দিক দিয়া অতি তাৎপর্য পূর্ন । শেষ পর্যন্ত তাহারা বলিয়া ফেলিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছিল -"هذا الكلام ليس بالبشر" এই বানী মানব রচিত নয়।

তবে যখন কোরয়ান সম্পর্কে কাফেররা স্বীকারোক্তি দিয়াছে যে, ইহা মানুষের বানী নয়, বরং ইহা আল্লাহ তায়ালার বানী, তখন কোরয়ান পাকের কোনো ধারাকে পরিবর্তন করিবার কথা কে মুখে আনিতে পারে ! মুসলমান তো দুরের কথা, কোন কাফের পর্যন্ত পরিবর্তনের দাবী করিতে পারে না । আবার কোরয়ান পাক নিজেই ঘোষনা করিয়াছে -"لاتبديل لكلمات الله" আল্লাহর বানীর পরিবর্তন নাই ।

মুসলমান ! খুব সাবধান । খবরদার কোন কাফেরের কথায় কখন দিবেন না কান । অন্যথায় নামে মাত্র থাকিবেন মুসলমান । ঈমানের তালিকায় হইয়া যাইবেন বেঈমান । নিজেরা সংশোধন হইয়া যান এবং অবশ্যই বিশ্বাস রাখিবেন যে, কোরয়ানের হিফাযত কারী আল্লাহ রহমান । ইসলামের মুকাবিলায় দাঁড়াইয়া ধ্বংস হইয়াছে ফিরয়াউন ও হামান । বর্তমানে যাহারা ইসলামের মুকাবিলায় দাঁড়াইয়াছে তাহারা নাদানের নাদন । যে শক্তি কোরয়ানের পরিবর্তন চাহিবে সে শক্তি ধ্বংস হইবেই ইতিহাস ইহার প্রমান । মুসলমান ! সময় রহিয়াছে হইয়া যান সাবধান ।

কোরয়ান একমাত্র কিতাব

বর্তমান বিশ্বে একমাত্র কোরয়ানই দিতে পারে মানব জীবনের সর্ব স্তরের বিধান। একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা পূর্ন করিতে পারে একমাত্র কোরয়ান । কোনয়ানে কি নাই ! তবে সরাসরি নয়, বরং সূত্র ধরিয়া খুঁজিলে সব কিছুই পাওয়া যাইবে পাক কোরয়ানে । এইজন্য কোরয়ান পাকে ঘোষনা করা হইয়াছে -"ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين" জলে ও স্থলে যাহা কিছু রহিয়াছে সবই কোরয়ানের মধ্যে বিদ্যমান । কোরয়ান পাকে আরো বলা হইয়াছে - "تبيانا لكل شئ" কোরয়ান হইল সমস্ত জিনিষের বিসদ ব্যাখ্যা। প্রকাশ থাকে যে, পৃথিবী আবাদ হইবার জন্য নর ও নারীর প্রয়োজন । তবে কেবল নর ও নারী থাকিলে হইবে না । যেহেতু ইনসান বা মানুষ হইল সৃষ্টির সেরা। এই কারনে তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবার প্রয়োজন । কেবল জন্তু জানোয়ারের ন্যায় নর ও নারীর মিলনে পৃথিবী আবাদ করা আল্লাহ তায়ালার আদৌ ইচ্ছা নয় । কারণ, ইহাতে ইনসানীয়াতের বৈশিষ্ট নষ্ট হইয়া যাইবে । এইজন্য নর ও নারী একত্রিত ভাবে বসবাস করিবার নির্দিষ্ট নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে । সেই নিয়মের নাম হইল নিকাহ বা বিবাহ বন্ধন । কোন করানে এই বন্ধনে তিক্তোতা আসিলে বন্ধন

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছিন্ন করিবার ব্যবস্থাকে বলা হইয়া থাকে তালাক । সুতরাং যেমন নেকাহ জরুরী বিষয় তেমন তালাকও জরুরী বিষয় । এখন নিকাহ থাকিবে কিন্তু তালাক থাকিবে না বলিয়া দাবী করা বোকামী বই কিছুই নয় ।

ইসলামে তালাক বিধান

আজ এক শ্রেনীর শিক্ষিত মানুষ এই তালাক বিধানকে ঘৃনার নজরে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে । ইহারা আসলে ইসলাম সম্পর্কে অবগত নয় । ইসলামের সঙ্গে দুরের সম্পর্ক রাখিয়া কেবল নামে মাত্র মুসলমান । আর যাহারা অমুসলিম তাহাদের তালাক প্রথার প্রতি ঘৃনা করা ও তালাক সম্পর্কে সমালোচনা করা হইল অনোধিকার চর্চা । যাইহোক, তালাক বিধান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে একটি আলোচনা রাখিতেছে যাহাতে সাধারন থেকে সাধারন মানুষ সহজে তালাক প্রথার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া থাকে ।

প্রকাশ থাকে যে, প্রশ্বাসনিক ব্যবস্থা না থাকিলে পৃথিবী অচল হইয়া যাইবে । পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নাই যেখানে প্রশ্বাসন বলিয়া কিছুই নাই । এখন প্রশ্ন হইল যে, জেলখানা থকিবে কেন ? একজন মানুষের পাশে আর একজন মানুষের হাতে রাইফেল থাকিবে কেন ? ইহার সহজ উত্তর ইহাই যে, প্রশ্বাসন থাকা সত্ত্বেও মানুষ বেপরওয়া হইয়া চলিতেছে । জেলের ভয় না করিয়া মানুষ মানুষকে মার্ডার করিয়া চলিয়াছে । প্রশ্বাসন না থাকিলে মানুষের জীবন পশুদের থেকেও খারাপ হইয়া যাইতো । একটি দেশ চালাইবার ক্ষেত্রে যদি প্রশ্বাসনের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে দুনিয়া চালাইবার জন্য প্রশ্বাসনের প্রয়োজন নাই ! প্রত্যেক দেশের সংবিধান রহিয়াছে । তবে ইসলামের কোন সংবিধান থাকিবে না ! ইসলামের সংবিধান হইল কোরয়ান । দেশের সংবিধানকে অমান্য করা যেমন অপরাধ, তেমনই কোরয়ানকে অমান্য করা অপরাধ । অবশ্য এই অপরাধের পরিনাম অত্যন্ত ভায়াবহ যে, ইসলাম থেকে খারিজ হইয়া যাইবে ।

সংবিধান বোঝা সহজ নয়

ভারতের সংবিধান ভারত বাসীরা সবাই বুঝিয়া থাকে না । প্রতি হাজারে ২/৫ জন মানুষ সংবিধান বুঝিয়া থাকে । ইহারা হইল বড় বড় আইন জীবি । তবে খোদায়ী সংবিধান - কোরয়ান পাক কি কোন দেশের সংবিধান অপেক্ষা সহজ যে, সবাই

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহা বুঝিতে সক্ষম ! যে কোন দেশের সংবিধান বুঝিবার জন্য কোন শর্ত নাই । উপযুক্ত শিক্ষা থাকিলেই সংবিধান বুঝিতে পারিবে । কিন্তু খোদায়ী সংবিধান - কোরয়ান পাক বুঝিবার জন্য প্রথম শর্ত হইল ঈমান । যাহাদের মধ্যে ঈমান নাই তাহারা ব্যারিস্টার হইলেও কোরয়ান পাক বুঝিতে সক্ষম হইবে না । সুতরাং কোন অমুসলিমের কোরয়ান বুঝিবার দাবী করা হইবে বৃথা । অনুরূপ সেই সমস্ত মানুষ যাহার নামে মাত্র মুসলমান, কেবল ঈদে চাঁদে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে বরং অনেক সময়ে নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকে, তাহাদের কোরয়ান বুঝিবার দাবী করাও বৃথা ।

কোরয়ান পাক তো আসিয়াছে মানব জাতের কল্যানের জন্য । তবে তাহাতে অকল্যাণ থাকিবে কেন ! কোরয়ান পাকের প্রতিটি নির্দেশ ও নিষেধের মধ্যে হাজার হাজার রহস্য রহিয়াছে তাহাতো সবাই বুঝিতে সক্ষম নয় । যে যতটুকু বুঝিতে পারিবে সে ততোটুকু বুঝিতে পারিবে । যাহা বুঝিতে পারিবে না তাহা কেবল এই বলিয়া মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার কোন নির্দেশ ও নিষেধের মধ্যে আমাদের কোন অকল্যাণ ও অমঙ্গল রাখেন নাই ।

তালাকের মধ্যে রহিয়াছে কল্যান

যে সম্প্রদয়ের কাছে তালাক নাই সেই সম্প্রদায় আজ চোখের পানি মুছিয়া চলিতেছে। প্রতিদিনকার সংবাদ পত্র ইহার জ্বলন্ত প্রমান । এবিষয়ে আমার ইহার থেকে বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই । আমি কেবল আমার মুসলিম ভাই ও বোনদের লক্ষ করিয়া বলিতে চাহিতেছি । আপনারা তো ইসলামের কাছে বিক্রয় হইয়া রহিয়াছেন ! আপনারা তো কেবল আল্লাহর নির্দেশ ও নিষেধকে মানিয়া চলিতে বাধ্য ! বুঝিতে পারিলে খুব ভাল । বুঝিতে না পারিলে কেবল মানিয়া নিতে বাধ্য। আপনাদিগকে সহজে বুঝিবার জন্য বলিতেছি । কোন কোম্পানী যখন কোন জিনিষ আবিস্কার করতঃ বাজারে বাহির করিয়া থাকে, তখন সেই জিনিষের সঙ্গে একটি বিজ্ঞাপন বা গাইড লাইন দিয়া থাকে । আপনি কোম্পানীর জিনিষ ক্রয় করিলেই ব্যবহারের জন্য স্বাধীন হইয়া যাইবেন এমন কথা নয়, বরং কোম্পানীর বিজ্ঞাপন মানিয়া ব্যবহার করিতে বাধ্য । অন্যথায় আপনার জিনিষ দীর্ঘায়ু হইবে না। আল্লাহ তায়ালা নর ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন । ইহারা দুজনে একই সংসারে থাকিয়া সারা জীবন কি ভাবে কাটাইবে করিবে সে সম্পর্কে তিনি একটি নির্দেশনামা

pdf By Syed Mostafa Sakib

বা বিজ্ঞাপনও দিয়াছেন । সেই বিজ্ঞাপনের অপর নাম হইল কোরয়ানে কারীম । এই বিজ্ঞাপন মানিয়া চলা একান্ত জরুরী । এই খোদায়ী বিজ্ঞাপনের একটি ধারা হইল নিকাহ ও তালাক । নিকাহের মধ্যে যেমন মঙ্গল ও কল্যান রহিয়াছে তেমনই তালাকের মধ্যে রহিয়াছে মঙ্গল ও কল্যাণ । নিকাহের মাধ্যমে নর ও নারী এক সংসারের সদস্য হইয়া দৈহিক শান্তি ও সামাজিক সম্মান লাভ করিয়া থাকে ।

অনেক সময় মধুতে পোকা ধরিয়া যায় । তখন আর মধু খাইবার উপযুক্ত থাকে না । অনুরূপ বড় বড় বিল্ডিং যখন দুর্বল হইয়া যায, তখন বিপজ্জনক বাড়ী বলিয়া সিল করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে । এই বিপজ্জনক বাড়িতে আর কেহ বসবাস করিতে চাহিয়া থাকে না । অনুরূপ যখন যে কোন দিক দিয়া স্বামী ও স্ত্রীর সুখের সংসারে অশান্তির আগুল জ্বলিয়া উঠিয়া থাকে এবং কোন প্রকারে তাহা নিভানো সম্ভব হইয়া থাকে না, তখন সংসারে শান্তি ফিরাইবার একটি পথ হইল তালাক । তাহা হইলে তালাক তো হইল শান্তির কারন । আপনি কোন্ যুক্তিতে বলিতেছেন 'তালাক' হইল অশান্তির কারন !

তালাকে স্ত্রীর উপকার

একজন তরুনী অথবা যুবতী যখন পূর্ন যৌবনে পা দিয়া থাকে, তখন তাহার জন্য স্বামী প্রয়োজন হইয়া থাকে । স্বামী পাইতে বিলম্ব হইলে অনেকে নিজের সতীত্ব হারাইয়া ফেলে । আবার স্বামী পাইয়াও যদি স্বামীকে দৈহিক দিক দিয়া অকেজো পাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সামনে ইহার বিকল্প কি রহিয়াছে ! এখন যদি বিবাহের পরে 'তালাক' বলিয়া কিছুই না থাকে, তাহা হইলে নারী তো নিরুপায় হইয়া যাইবে । নারীর সামনে তো আত্মহত্যা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ থাকিবে না। কিন্তু এই মুহুর্তে ইসলাম তাহাকে যথার্থ ভাবে সাহায্য করিয়াছে যে, তালাকের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে । তালাকের মাধ্যমে নারী তাহার অকেজো স্বামীর হাত থেকে রেহাই পাইয়া নতুন ভাবে শান্তির সংসার খুঁজিয়া নিবে । ইসলাম যদিও স্বামীর হাতে তালাকের ক্ষমতা দান করিয়াছে কিন্তু স্ত্রীর চরম প্রয়োজনে স্বামীকে তালাক দিতে বাধ্য করিয়াছে । এই সময় স্বামীর উপরে ইসলামী নির্দেশ হইল যে, স্বামী মাত্র এক বছরের সময় পাইবে । এই এক বছরের মধ্যে যদি সে চিকিৎসার মাধ্যমে সঠিক অর্থে সক্ষম হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে তো আর তালাকের প্রয়োজন থাকিবে না । অন্যথায় স্বামীর তালাক দেওয়া অপরিহার্য হইয়া যাইবে । সে যদি শরীয়াতের নির্দেশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

না মানিয়া থাকে, তাহা হইলে শরীয়াতের কাজী বা বিচারক উভয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিবে । ইহার পরেও তালাক বিরোধী আন্দোলন !

তালাকে উভয়ের উপকার

নিকাহ বা বিবাহের আসল উদ্দেশ্য তো তালাক দেওয়া নেওয়া নয় । বিবাহের আসল উদ্দেশ্য হইল বৈধ্যভাবে নর ও নারী এক সংসারে থাকিয়া সারাজীবন বসবাস করিবে । সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় একে অন্যের সাথে থাকিবে । কিন্তু অনেক সময়ে শয়তানের চক্রান্তে সংসারে অশান্তির আগুন লাগিয়া যায় । চাই ইহা স্ত্রীর দিক দিয়া হউক অথবা স্বামীর দিক দিয়া হউক । এই অশান্তির কারন কখন স্ত্রীর বদ চলনের কারনে হইয়া থাকে । আবার কখন স্বামীর বদ চলনের কারনে হইয়া থাকে । এই বদচলনের কারন গুলি এক প্রকারের নয় । অনেক সময় মহিলা বদ খেয়াল হইয়া থাকে যে, পর পুরুষের দিকে লক্ষ্য । আবার অনেক সময় মহিলা বদ মেজাযী হইয়া থাকে, সব সময় সংসারকে গরম করিয়া রাখিয়া থাকে । আবার কখন মহিলা হইয়া থাকে যাহার পর নয় হিংসুক । কেবল একা খাইবো, একা নিবো এই মনভাব সম্পন্ন। স্বামীর ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজন যেন কেহ নয় ইত্যাদি । অনুরূপ পুরুষও বদ খেয়ালী হইতে পারে, আবার বদ মেজাযী হইতে পারে ইত্যাদি । মোটকথা, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যখন মনোমালিন্য চরমে পৌঁছিয়া যায় এবং কোন দিক দিয়া সমাধানের রাস্তা না থাকে, তখন তো একমাত্র তালাক ছাড়া কোন পথ নাই । এই অবস্থায় তালাক বলিয়া যদি কিছু না থাকে, তাহ হইলে সংসার তো আর সংসার থাকিবে না, বরং সংসার হইবে একটি জাহান্নাম । এই জাহান্নামের ভয়ে কখনো নর প্রান দিয়া থাকে। আবার কখনো নারী প্রান দিয়া থাকে । আবার কখনো একে অপরের প্রান নিয়া থাকে । এই চরম সময়ে ইসলাম নর ও নারী উভয়ের পাশে দাঁড়াইয়া তালাকের মাধ্যমে উভয়কে সাহায্য করিয়াছে । এখন পরিস্কার প্রমান হইয়া গেল যে, তালাক স্বমী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য শান্তির কারন । সুতরাং যাহারা মূলতঃ তালাক বিরোধী তাহারা অবশ্যই কপট অথবা কাফের ।

বিবাহ বন্ধন পুরূষের হাতে

কোম্পানীর সেটিংয়ের উপরে কাহারো প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই । বিনা উদাহরনে বলিতেছি, আল্লাহ তায়ালা নর ও নারী পয়দা করিয়াছেন । এই দুইজন কে

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিয়া দুনিয়া আবাদ করিবেন । কাহার দ্বারায় কোন্ কাজ হইবে এবং দ্বারায় কোন কাজ হইবে না তাহা তিনিই ভাল জ্ঞাত রহিয়াছেন । স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেকে কাহার নেতৃত্ব দিবে তাহা তিনিই ভালই জ্ঞাত রহিয়াছেন । শক্তি ও বুদ্ধিতে কে কেমন তাহা তিনিই ভাল অবগত । কারণ, তিনিই হইলেন উভয়ের সৃষ্টি কর্তা । তবে উভয়ের দ্বারায় তিনি এক প্রকার কাজ নিবেন না বলিয়া উভয়ের দৈহিক গঠন দুই রকম করিয়াছেন । দুইজনের শক্তি ও বুদ্ধি এক প্রকার নয় । দুই জনের ইবাদত ও উপাসনা এক প্রকার নয় । সর্ব দিক দিয়া নারী অপেক্ষা নরের শক্তি বেশি । এইজন্য নরের উপরে জিহাদ ফরজ । নারীর উপরে নয় । তবে প্রয়োজনে তাহাকে কাজে লাগানো যাইবে । সর্ব দিক দিয়া নারী অপেক্ষা নরের বুদ্ধি বেশি । এইজন্য নরের এক স্বাক্ষীর সমান নারীর দুই সাক্ষী। নারী অপেক্ষা নরের ইবাদত বেশি । কারণ, নারী তাহার হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় নামাজ রোজা করিতে পারে না । মহিলার মাসিক কে হায়েজ বলা হইয়া থাকে এবং সন্তান প্রসাবের পরে যে রক্তপাত হইতে থাকে সেই রক্তপাতকে নিফাস বলা হয় । যাইহোক, বহু কারনে আল্লাহ তায়ালা নারীকে নবুওয়াত, রিসালাত, খিলাফাত ও ইমামাত দান করেন নাই । এই সমস্ত ব্যাপারে কাহারো জন্য ‘কেন’ বলিয়া কোন প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই ।

আল্লাহ তায়ালা নর ও নারীর মধ্যে কে কাহার উপর নেতৃত্ব দিবে তাহা তিনি ঠিক করিয়া দিয়াছেন - "الرجال قوامون على النساء" পুরূষগন হইল নারীদের নেতা । এই স্থলে কেহ ‘কেন’ বলিয়া প্রশ্ন করিতে পারিবে না । অনুরূপ আল্লাহ তায়ালা বিবাহের বন্ধন নরের হাতে দিয়া ঘোষনা করিয়াছেন - "بيده عقدة النكاح" পুরুষের হাতে বিবাহের বন্ধন রহিল । এখানে কাহার কোন প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই । যেহেতু নর নারীকে বিবাহ করিয়া থাকে । এইজন্য নর নারীকে মোহর দিয়া থাকে । যেহেতু নর নারীকে মোহর দিয়া বিবাহ করিয়া থাকে । এইজন্য নরের উপর নারীর খোরপোষের দায়িত্ব দিয়া ঘোষনা করা হইয়াছে "وعليه رزقها" নরের উপর নারীর খোরাকের দায়িত্ব রহিল । এখানে কেহ কোন প্রশ্ন করিতে পারিবে না । যাইহোক, যেমন বিবাহের বন্ধন নরের হাতে তেমন বিবাহ বিচ্ছেদ তাহার হাতে । এখানে কাহারো কোন প্রশ্ন চলিবে না ।

নিরুপায় অবস্থায় তালাক

সরকার যদিও পুলিশের হাতে রাইফেল তুলিয়া দিয়াছে, তবুও কখনই সরকার

pdf By Syed Mostafa Sakib

চাহিয়া থাকে না যে, পুলিশ এলো পাতাড়ি ফায়ার করিয়া মানুষকে মারিয়া যাক। অনুরূপ ইসলাম যদিও বিশেষ প্রয়োজনে স্বামীকে তালাক দেওয়ার অধিকার প্রদান করিয়াছে, তবুও ইসলাম কখনই চাহিয়া থাকে না যে, স্বামী ঠুংকো কারনে কিংবা একেবারে অকারনে তালাক দিয়া যাক। ইসলাম নর ও নারীর নিরুপায় অবস্থায় তালাক ব্যবস্থা করিবার সাথে সাথে শুনাইয়া দিয়াছে যে, তালাক আল্লাহর নিকট অপছন্দ। যেমন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - "ابغض الحلال الى الله الطلاق" আল্লাহ তায়ালার নিকট সব চাইতে অপছন্দনীয় হালাল হইল তালাক। (মিশকাত) হাদীস পাক থেকে তালাকের বৈধতা প্রমান হইতেছে কিন্তু ইহাতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি নাই। ইহা থেকে আরো প্রমান হইতেছে যে, একেবারে নিরুপায় অবস্থায় তালাক।

তালাকের প্রয়োগ পদ্ধতি

মোট তালাক তিন। দুই তালাক পর্যন্ত স্বামী সরাসরি স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারিবে। তিন তালকের পরে কখনই সরাসরি নেওয়ার সুযোগ থাকিবে না। আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা করিয়াছেন -"الطلاق مرتان . فامساك بمعروف او تسريح باحسان" এই তালাক দুইবার পর্যন্ত; অতঃপর ভাল ভাবে রাখিয়া নেওয়া অথবা ভাল ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া। (সুরাহ বাকারাহ)

মোটকথা, দুই তালাক পর্যন্ত স্বামী তাহার স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে পারিবে। অবশ্য যদি তাহাকে নিতে চাহিয়া থাকে, তবে তাহাকে যেন কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য না থাকে। আর যদি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে খুব সহজে তাহার প্রাপ্যগুলি দিয়া দিবে। এখানে যেন তাহার কোন প্রকার কষ্ট দিয়া না থাকে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এই পাঠটি খুব মনযোগ সহকারে পড়িবেন। এক তালাক দেওয়ার পরে যতদিন পর্যন্ত স্ত্রীর তিনটি মাসিক অতিক্রম হইয়া না যাইবে ততোদিন পর্যন্ত স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে পারিবে। এমনকি স্ত্রীর অনিচ্ছা থাকিলেও স্বামী তাহাকে ফেরৎ নিতে পারিবে না। কিন্তু যদি তিনটি মাসিক অতিক্রাম হইয়া যায়, তাহা হইলে স্ত্রীর অনিচ্ছায় স্বামী তাহাকে ফেরৎ নিতে পারিবে না।

অনরূপ দুই তালাক দেওয়ার পরে যতদিন পর্যন্ত স্ত্রীর তিনটি মাসিক অতিক্রম

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইয়া না যাইবে ততোদিন পর্যন্ত স্বামী তাহার স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে পারিবে । এমন কি স্ত্রীর অনিচ্ছা থাকিলেও স্বামী তাহার স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে পারিবে । কিন্তু তিনটি মাসিক অতিক্রম হইয়া যাইবার পরে স্ত্রীর অনিচ্ছায় স্বামী তাহাকে ফেরৎ নিতে পারিবে না।

আর একটি কথা খুব মনে রাখিতে হইবে যে, মাসিক বলিতে মাস নয়, বরং রক্তস্রাব, যাহা মহিলাদের প্রতি মাসে মাসে হইয়া থাকে । অনেক মহিলার মাসিকের গন্ডোগোল হইয়া থাকে । দুইচার মাস মাসিক বন্ধ হইয়া থাকে । এই অবস্থায় মাস গননা করিলে হইবে না, বরং মাসিক গননা করিতে হইবে ।

তিনটি মসিক অতিক্রাম হইয়া যাইবার পরে স্বামী তাহার স্ত্রীর অনিচ্ছায় তাহাকে ফেরৎ নিতে পারিবে না । উভয়ে যদি সংসার করিতে সম্মত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা সরাসরি বিবাহ করিতে পারিবে । এই বিবাহের জন্য কোন প্রকার ধুম ধামের প্রয়োজন নাই । কেবল একটি নতুন মোহর ধার্য করতঃ দুইজন স্বাক্ষীর সম্মুখে ইজাব ও কবুল - প্রস্তাব ও সমর্থন থাকিলে বিবাহ হইয়া যাইবে ।

আর একটি কথা । তালাক হইয়া যাইবার পরে তিনটি মাসিক অতিক্রম হইয়া যাইবার পূর্ব পর্যন্ত সময়টি ইদ্দাত বলা হইয়া থাকে । এখন তালাকের ইদ্দাত হইলো তিন মাসিক । তবে যে সমস্ত মহিলাদের মাসিক হইয়া থাকে না অল্প বয়স হইবার করনে কিংবা বয়স বেশি হইবার কারনে, তাহাদের ইদ্দাত হইল তিন মাস বা নব্বই দিন । প্রকাশ থাকে যে, নয় বছরের পূর্বে মহিলাদের মাসিক হইয়া থাকে না । অনুরূপ পঞ্চান্ন বছরের পরে মাসিক হইয়া থাকে না ।

এক তালাক অথবা দুই তালাক দেওয়ার পরে মহিলার ইদ্দাত পূর্ন হইবার পূর্বে যদি স্বামী তাহার স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে কাহারো নিকটে বলিয়া দিবে যে, আমি আমার স্ত্রীকে ফেরৎ নিয়া নিলাম অথবা স্ত্রীকে সরাসরি কোন কাজের নির্দেশ দিয়া দিবে অথবা তাহাকে চুম্বন দিয়া দিবে কিংবা সহবাস করিয়া নিবে ইত্যাদি । ইহাতে স্বামী ও স্ত্রীর সংসার চলিতে থাকিবে । তবে স্বামী যদি এক তালাক দিয়া থেকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে দুই তালাকের মালিক থাকিবে । আর যদি দুই তালাক দিয়া থাকে, তাহা হইলে আর এক তালাকের মালিক থাকিবে । প্রকাশ থাকে যে, যে তালাকের পরে স্ত্রীকে বিনা বিবাহে ফেরৎ নেওয়া যায় সেই তালাককে তালাকে বলা হইয়া থাকে তালাকে রাজয়ী ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এক তালাক অথবা দুই তালালের ইদ্দাত অতিক্রম করিলে তালাক বায়েন হইয়া যায় । এই বায়েন তালাকের পরে স্ত্রী বিনা বিবাহে ফেরৎ নেওয়া যায় না ।

তালাক দেওয়ার তরীকা

সব সময়ে তালাক না দিয়া স্ত্রীকে মানাইয়া নেওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে । যদি একান্ত ভাবে তিন তালাক দেওয়ার প্রয়োজন হইয়া যায়, তাহ হইলে সুন্নাত তরীকায় তালাক দিলে সাওয়াব পাওয়া যাইবে । সেই তরিকাটি হইল নিম্নোরূপ -

মহিলা মাসিকের পরে পবিত্র হইলে তাহার সহিত সহবাস না করিয়া কেবল এক তালাক দিবে । আবার মাসিকের পর পবিত্র হইলে তাহার সহিত সহবাস না করিয়া কেবল এক তালাক দিবে । আবার তৃতীয় মাসিকের পরে পবিত্র হইলে তাহার সহিত সহবাস না করিয়া তালাক দিয়া দিবে । এই প্রকার তালাক কে সুন্নী তালাক বলা হয় । এই প্রাকার তালাকে স্ত্রী সংশোধন হইবার সুযোগ পাইয়া থাকে এবং স্বামীর ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে । এই কারনে এই প্রকার তালাক দাতার আমলনামাতে সাওয়াব লেখা হইয়া থাকে ।

এক সঙ্গে তিন তালাক

এখানেই সমস্ত সমস্যা । আবার সমস্যা বলিয়া কিছুই নয় । কারন, যখন কোন বিলডিং তৈরি করা হইয়া থাকে তখন প্রথমে পূঁজি, তারপর প্লান ও তারপর পরিশ্রম দেওয়ার প্রয়োজন হইয়া থাকে । কয়েক বছর ধরিয়া বিলডিংয়ের কাজ চলিবার পরে সমাপ্ত হইয়া থাকে । কিন্তু এই বিলডিংয়ের উপর যখন সাইক্লোন আসিয়া যায় তখন আর দীর্ঘ সময় লাগে না । চোখের পলকে প্রলয় হইয়া যায় । এখানে কাহারো কিছু করিবার নাই । কেবল হায় হুতাশ ও আফসোস ।

এক সঙ্গে তিন তালাকের অবস্থা হইল অনুরূপ। বিয়ে করিবার জন্য কয়েক মাস পূর্বে থেকে প্রস্তুতি নিতে হইয়া থাকে । আত্মীয় স্বজনদের আমন্ত্রন করতঃ শত মানুষের খানা দিতে হইয়া থাকে । তারপর বিয়ের দিন তো ধুমধামের শেষ থাকে না। তবেই হইয়া থাকে বিবাহ বন্ধন । কিন্তু এই বন্ধন ছিঁড়িয়া বিচ্ছেদের জন্য না কোন সময়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে, না কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়া থাকে । এখানে না কাহারো কোন প্রশ্ন চলিবে, না কেহ কাহারো জবাব দিতে বাধ্য থাকিবে । এক সঙ্গে তিন তালাক হইল একেবারে সাইক্লোনের ন্যায় । ইহাতে সংসার নিমেষে শেষ হইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

যায় ।

এক দিনে কিংবা এক মাসে কিংবা এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়াকে তালাকে বিদয়ী বলা হইয়া থকে । শরীয়াতে এক সঙ্গে তিন তালাক, তিন তালাক বলিয়া গন্য। আল্লাহ তায়ালা সুরা তালাকের মধ্যে তালাকের বিধান পরে ঘোষনা করিয়াছেন- "و تلك حدود الله" আর ইহা হইলা আল্লাহ তায়ালার সীমা সমূহ। তারপর ঘোষনা করিয়াছেন -"من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه" আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা সমূহ লংঘন করিয়াছে নিশ্চয় সে নিজের প্রানের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে ।

প্রকাশ থাকে যে, এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া বিধান বিরোধী কাজ । কিন্তু তাহা গ্রহন যোগ্য । অন্যথায় আয়াত পাকে জালেম বা অত্যাচারী বলা হইতো না । আয়াত পাকে এই জন্য অত্যাচারী বলা হইয়াছে যে, সে এমন তালাক দিয়াছে, যে তালাকের পরে স্ত্রীকে ফেরৎ নেওয়ার কোন পথ থাকে না । সূতরাং আয়াত পাক থেকে প্রমান হইয়া গেল যে, এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক বলিয়া গন্য হইয়া যাইবে ।

আল্লামা আবিদ সিন্ধীর 'মোসসনাদে ইমাম আ'যম' এর তালাক অধ্যায় থকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করিতেছি -

"ابو حنيفة عن عطاء عن يوسف بن ماهك عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ قال ثلثة جدهن جد و هزلهن جد الطلاق و النكاح و الرجعة"

হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তিনটি জিনিষ, যেগুলির দৃড়তা হইল দৃড়তা এবং সেগুলির ঠাট্টাপনাই নাই হইল দৃড়তা; তালাক, নিকাহ ও রাজয়াত ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বর্তমান হাদীসটির প্রথম বর্ননাকারী হইলেন ইমাম আবু হানীফা এবং শেষ বর্ননাকারী হইলেন হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু । প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান হাদীসটি আল্লামা হাসকাফী 'মোসনাদে ইমাম আবু হানীফা' এর মধ্যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তালাক অধ্যায়ে বর্ননা করিয়াছেন । এই হাদীসটি মিশকাত থেকে আরম্ভ করিয়া আরো অনেক হাদীসের কিতাবে রহিয়াছে ।

(খ) বর্তমান হাদীস পাক থেকে প্রমান হইয়া থাকে যে, তালাক কোন সময়ে বাতিল হইয়া যায় না । নিয়মে ও অনিয়মে সর্ব অবস্থায় তালাক তালাকই বলিয়া গন্য হইয়া যাইবে । কারন, তালাক এমন একটি জিনিষ যে, ইহার দুইটি দিক হইল সোজা। সোজা দিকটি হইল সোজা এবং উহার উল্টো দিকটি হইল সোজা । অর্থাৎ তালাক বাতিল হইয়া থাকে না । হাঁসিতে হাঁসিতে তালাক বলিলে তালাক হইয়া যাইবে এবং রাগে ও ক্রোধে তালাক বলিলে তালাক হইয়া যাইবে পৃথক পৃথক তালাক বলিলে এবং এক সঙ্গে বলিলে তলাক হইবে ।

(গ) এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হইয়া যাইবে । ইহাতে ইমামগন একমত । কেবল পরবর্তী কালে ইবনো তাইমিয়া তিন তালাককে এক তালাক বলিয়া গোমরাহ হইছেন। উলামায় ইসলাম ইবনো তাইমিয়ার সম্পর্কে বলিয়াছে - انه الضال و المضل তিনি অবশ্যই গোমরাহ ও গোমরাহ কারী । (সাবী শরীফ প্রথম খন্ড সুরা বাকারাহ الطلاق مرتان এর টিকায় ।

সুনানে ইবনো মাজার মধ্যে ১৪৫ পৃষ্ঠায় এক সঙ্গে তিন তালাক অধ্যায়ে হজরত আমির শা'বী থেকে বর্নিত হইয়াছে -

"قال قلت الفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك قالت طلقني روجي ثلاثا وهو خارج الى اليمن فاجار ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم"

আমি হজরত ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদী আল্লাহু আনহাকে বলিয়াছি, তোমার তালাক সম্পর্কে আমাকে বলো । তিনি বলিয়াছেন, আমার স্বামী ইয়ামানে যাইবার সময়ে আমাকে তিন তালাক দিয়াছেন । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহা গন্য করিয়াছেন ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বর্তমান হাদীস পাক থেকে পরিস্কার প্রমান হইতেছে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এক সঙ্গে তিন তালাককে তিন তালাক বলিয়া গন্য করিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূতরাং এক সঙ্গে তিন তালাককে যাহারা এক তালাক বলিয়া থাকে তাহারা গোমরাহ সন্দেহ নাই ।

(খ) তিন তালাকের পরে স্ত্রীকে সরাসরি ফেরৎ নেওয়ার কোন পথ থাকে না । সরাসরি গ্রহন করা অবশ্যই হারাম । ব্যাভিচার ছাড়া কিছুই নয় হইবে না ।

(গ) হানাফী ভাইগন ! তিন তালাকের পরে কখনোই কোন বাতিল ফিরকার কথায় কান দিয়া ব্যাভিচারের পথ অবলম্বন করিবেন না ।

তিন তালাকের পর

বিশেষ করিয়া আমার মা ও বোনদের বলিতেছি । হঠাৎ তিন তালাক হইয়া গেল কেন ? আমার মনে হয় আপনি স্বামীর নিকটে যে কোন কারনে জোর দিয়া তালাক চাহিয়া ছিলেন অথবা আপনি আপনার বদচরিত্রকে পরিবর্তন করিতে পারেন নাই অথবা স্বামীর ভাবমুর্তি যখন চরমে পৌছিয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে আপনিও চরম মেজাজে ছিলেন কিংবা আপনার স্বামী মদ্যপ অবস্থায় ছিল; যাইহোক যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে । এখন আর কিছু করিবার নাই । এখন কেবল আল্লাহ ও তাহার রসুলের ফায়সালা মানিয়া নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নাই ।

তিন তালাকের পরে না সরকারে কথায় কান দিতে হইবেম না সমাজের কথায় কান দিতে হইবে । এখন শরীয়াত মানিয়া নেওয়াই হল ঈমানদারের কাজ । আমার মা ও বোন ! যখন তিন তালাক হইয়া গিয়াছে তখন খোদায়ী ফায়সালা শুনিয়া নিন। আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা করিয়াছেন - "فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" অতঃপর যদি তাহাকে তিন তালাক দিয়া থাকে, তবে এখন সেই মহিলাকে তাহার জন্য হালাল হইবে না যতক্ষন অন্য স্বামীর কাছে না থাকিবে। (সুরাহ বাকারা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) নিশ্চয় আপনি আপনার স্বামীর জন্য অবশ্যই হালাল নয় । তাহার জন্য আপনি হারাম হইয়া গিয়াছেন । সে এখন আপনার জন্য পর পুরূষ বলিয়া গন্য হইয়া গিয়াছে । পর পুরূষকে স্পর্শ করা ও তাহাকে স্পর্শ করিতে দেওয়া পাপ । এই কথা অবশ্যই মনে রাখিবেন ।

(খ) তিন তালাকের পরে আপনি আপনার স্বামীর জন্য হারাম হইতে আদৌ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সন্দেহ নাই। তবে আপনি যদি আপন মনে অন্যত্রে বিবাহ করিয়া থাকেন। অতঃপর সেই স্বামী যদি মরিয়া যায় অথবা কোন কারনে আপনাকে তালাক দিয়া থাকে, তাহা হইলে ইদ্দাত পালনের পরে ইচ্ছা করিলে পূর্ব স্বামীর সহিত নতুন ভাবে বিবাহ করিতে পারিবেন।

(গ) সাবধান ! খুব সাবধান ! মরন সামনে রহিয়াছে ইহাতো কখনো ভুলিবার নয়। তবে আল্লাহ তায়ালা যাহা হারাম করিয়া দিয়াছেন তাহা কখনই কোন প্রকারে হালাল করিতে যাইবেন না। সবার চোখে সবাই ধুলা দিতে পারিবে কিন্তু আল্লাহর চোখে আড়াল করিতে পারিবে না। তিন তালাককে না কখনো গোপন করিবেন, না কখনো হজম করিবার চেষ্টা করিবেন।

আপনার কাছে আমার আবেদন

যেহেতু আপনারা হইতেছেন আমার মুসলিম মা ও বোন। এই কারনে আপনাদের সঙ্গে আমার বিশেষ ভাবে ঈমানের সম্পর্ক রহিয়াছে। তাই আমি আমার দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য। আপনাদের এই চরম বিপদের সময়ে আমি কিছু পরামর্শ দেওয়া ছাড়া কিছু করিতে পারিব না। তাই আমার কিছু কথা মনে রাখিবেন।

(ক) নিশ্চয় আপনারা আল্লাহ তায়ালার বানী কোরয়ান পাকের আয়াত থেকে এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাদীস থেকে অবগত হইয়াছেন যে, তিন তালাকের পরে স্বামী আর স্বামী থাকে না, বরং পর পুরূষে গন্য হইয়া যায়। অবশ্য সরকারের কাছে তালাক কিছুই নয়। অনুরূপ সামাজের একাংশ কপটের কাছে তালাক কিছুই নয়। সরকার ও সমাজের এই শ্রেনীর মানুষ আপনাদের হারাম খাওয়াইতে ব্যস্ত থাকিবে। খবরদার ! কাহারো কথায় কান দিবেন না। হারাম খাইবার জন্য কাহারো কোন সাহায্য নিবেন না। শরীয়াত কে সামনে রাখিয়া একমাত্র আল্লাহ ও রসুলের সাহায্য নিবেন।

(খ) যেহেতু আপনি এখন তিন তালাক প্রাপ্তা। আপনি আপনার স্বামীর জন্য অবৈধ - হারাম হইয়া গিয়াছেন, তবুও আপনি এখন পর্যন্ত পুরাপুরি স্বাধীন নয়। ইদ্দাত পূর্ন না হওয়া পর্যন্ত আপনি অন্যত্রে বিবাহ করিতে পারিবেন না। আপনি স্বামীর বাড়িতে থাকিয়া খোরাক পোষাক পাইবেন। এইগুলি আপনার স্বামীর দ্বায়িত্বে জরুরী। আপনার ইদ্দাত পুর্ন হইবার পরে আপনি পুরাপুরি স্বাধীন। তবে আপনার

pdf By Syed Mostafa Sakib

খোরাক ও পোষাকের দায়িত্ব আর আপনার স্বামীর উপরে থাকিবে না ।

(গ) এইবার ভাল করিয়া শুনিয়া নিন এবং বুঝিয়া নিন । তালাকের পরে আপনার ইদ্দাত পূর্ন হইবার পূর্ব পর্যন্ত আপনি আইনতঃ আপনার স্বামীর থেকে খোরাক ও পোষাক পাইবেন । এই খোরাক ও পোষাক না খুব উচ্ছ মানের, না একেবারে নিম্নো মানের । ইদ্দাতের পরে শরীয়ত সম্মত ভাবে আপনি আপনার স্বামীর নিকট থেকে একটি পয়সা পাইতে পারেন না । আপনি দাবী করিলে তাহা হইবে শরীয়তের কাছে অগ্রাহ্য । সরকারের সাহায্য নিয়া স্বামীর নিকট থেকে যাহা আদায় করিবেন তাহা আপনার জন্য ভোগ করা হারাম হইবে । আপনি হারাম খাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন ! আপনি হারাম খাইবার জন্য সরকারের সাহয্য নিয়াছেন ! আপনার নিকটে আল্লাহ ও রসুলের ফায়সালার কোন মুল্যই নাই ! লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ !

আমার মুসলিম মা ও বোন ! আপনারা শরীয়তকে উপেক্ষা করিয়া সরকারের সাহায্য নেওয়ার জন্য কোর্টের দ্বারস্ত হইতে চলিয়াছেন ! লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ ! শরীয়াতে পাক তো ফায়সালা করিয়া দিয়াছে যে, ইদ্দাত পুর্ন হওয়া পর্যন্ত স্বামীর খোরাক পোষাক পাইবার হক্বদার । আপনি সরকারের সাহায্য নিয়া সারা জীবন হারাম খাইবার জন্য সাহস ধরিয়াছেন ! আপনি যাহাকে মানিয়া নিতে পারেন নাই, তাহার পয়সায় পানাহার করা আপনার জন্য হালাল হইবে ? আবার যে আপনাকে চাহিয়া থাকে না তাহারা পয়সায় পানাহার করাতো লজ্জার বিষয় ! যে আপনাকে কোর্টের দ্বারস্ত হইতে যুক্তি দিয়াছে সে কখনই আপনার কল্যান কামী নয় । আপনি স্বামীর সংসার করিবেন না, আবার সারা জীবন স্বামীর নিকট থেকে পয়সা আদায় করিয়া খাইবেন ! খুব ভাল করিয়া শুনিয়া নিন । স্বামীর সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বামীর পয়সা খাওয়া একবার নয়, একশত বার হারাম ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হুজুর পাকের শুভাগমনে নারীর স্বাধীনতা

কিছু কপট কাফের ইসলাম সম্পর্কে আমার মুসলিম মা ও বোনদের এই বলিয়া বিভ্রান্ত করিতেছে যে, ইসলাম মুসলিম মহিলাদের কোন ঠাসা করিয়া রাখিয়াছে, ইসলাম নারীদের প্রতি ন্যায় বিচার করেন নাই ইত্যাদি । আহা, রে ! কপট কাফেরের

pdf By Syed Mostafa Sakib

দল ! নির্লজ্জ নারী ভোগী বেঈমানের দল ! নারীদের স্বাধীনতা দেওয়ার নামে নারীদিগকে অবৈধ ভাবে ভোগ করিবার পথ প্রসস্ত করিয়া চলিয়াছো তাহা দ্বীনের দরবেশগন মনে মনে উলব্ধি করিতেছেন ।

আমার মুসলিম মা ও বোনেরা ! আপনাদের একবার নয়, একশত বার বলিতেছি। খবরদার ! খবরদার ! কাফেরেদের কথায় কান দিবেন না । আল্লাহ ও তাহার রসুলের কথা মানিবার কানে শুনিতে থাকিবেন । জানিয়া রাখিবেন আল্লাহ ও রসুলের আদেশ ও নিষেধের মধ্যে রহিয়াছে আপনাদের মঙ্গল ও কল্যান । আমার স্নেহ মা ও বোনেরা ! আপনারা কি খোঁজ রাখিয়াছেন, সঠিক অর্থে কে আপনাদের স্বাধীনতা দিয়াছেন ? সঠিক অর্থে কে আপনাদের প্রতি ইনসাফ করিয়াছেন ? যদি ইহার উত্তর আপনাদের কাছে না থাকে, তাহা হইলে আমি আপনদের কাছে ইহার উত্তরে বলিতেছি ।

দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র ইসলাম হইল সেই মাযহাব বা দ্বীন, যে দ্বীন বা মাযহাব নারীকে অসম্মান ও বেইজ্জতির পাতাল থেকে উঠাইয়া নিয়া সম্মান ও ইজ্জাতের আসমানের উপরে বসাইয়া দিয়াছে । আরবের ইতিহাস আজো সাক্ষ দিয়া থাকে যে, ইসলাম প্রকাশ হইবার পুর্বে নারীর অবস্থা এইরূপ ছিল য়ে, সে জন্ম গ্রহন করিবার সাথে সাথে তাহাকে জীবিত অবস্থায় কবরস্থ করিয়া দিতো এবং হিন্দুস্তানে জোরপূর্বক স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে রাখিয়া জালাইয়া দিতো । এই প্রকার এক রকম নয়, একশত রকমের অত্যাচার ছিল নারীর উপরে । এই অত্যাচার থেকে নারীকে নাজাত দিয়াছেন কে ? আমার স্নেহ মা ও বোনেরা ! আপনার খোঁজ রাখিয়াছেন, কে আপনাদিগকে বিশ্ব ব্যাপী অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাইয়া নিয়াছেন ? সেই সাহায্যকারীর নাম ইসলাম, সেই সাহায্যকারীর নাম মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ।

সেই ঐতিহাসিক ১২ ই রবীউল আউয়াল, যে দিনে মহানবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই অশান্তির জগতে শান্তির ধারক ও বাহক হইয়া শুভাগমন করিয়া ছিলেন, তাঁহার এই শুভাগমনের শুভ সংবাদ নিয়া আবু লাহাবের দাসী সাওবীয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া চাচা আবু লাহাবকে বলিয়াছিল - আবু লাহাব ! তোমার ভাই আব্দুল্লাহর ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহন করিয়াছে । তুমি ধন্য হইয়া গিয়াছো । আ'জ তুমি চাচা হইয়া গিয়াছো । এই শুভ সংবাদে আবু লাহাব আনন্দে আত্মহারা হইয়া শাহাদাত আঙ্গুলের ইংগিতে বলিয়াছিল সাওবিয়া ! এই বড় শুভ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সংবাদের দেওয়ার জন্য আজ আমি তোমাকে আজাদ করিয়া দিলাম । সুবহানাল্লাহ!

আমার মা ও বোনেরা ! জাগ্রত বিবেকে চিন্তা করিয়া বলুন, আজ কাহার ভাগ্য চমকাইয়াছে ? দাসত্বের হাত থেকে নাজাত পাইয়াছে কে ? প্রথম নর উপকৃত হইয়াছে, না নারী উপকৃত হইয়াছে ? এই প্রশ্নগুলির উত্তরে সারা দুনিয়া বলিতে বাধ্য হইবে যে, ইনসানের ইনসানিয়াত (মানবের মানবতার) শিক্ষাদাতা জগতগুরু মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শুভাগমনের প্রথম দিনেই সর্ব প্রথম কোন নর নয়, বরং একজন নারীর ভাগ্য চমকাইয়াছে, দাসত্বের হাত থেকে একজন নারী নাজাত পাইয়াছে, ইসলামের শুরুতে কোন নর নয়, বরং একজন নারী উপকৃত হইয়াছে। ইহার থেকে বড় কথা আর কি হইতে পারে ! ইহার পরেও যদি আমার মুসলিম মা ও বোনদের হুঁশ না ফিরিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছিয়া যাইবে তাহা আল্লাহ ও তাহার রসুল অবগত রহিয়াছেন ।

নারীর জন্য অংশ নির্ধারন

দুনিয়ার নজরে একদিন নারীর নামই যেন অপবিত্র ছিল । বিশেষ করিয়া বিধবা নারীর দিকে নজর পড়িয়া গেলে নৈরাশার লক্ষন ধরিয়া নেওয়া হইতো । শরীফ ও ভদ্র খান্দানের লোকেরা কোন সফরে বাহির হইবার সময়ে কোন বিধবা নারীর উপরে নজন পড়িয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে সফর বাতিল করিয়া দিয়া মার পিট পর্যন্ত করিতো । একদিন নারীকে সমাজের নজর থেকে লুকাইয়া বেড়াইতে হইতো । সে না স্বামীর সম্পত্তির হক্বদার হহতো, না হক্বদার হইতো নিজ পিতা মাতার সম্পত্তির ।এক কথায় নারী সবার কাছ থেকে বঞ্চিত । ঠিক এই চরম মুহুর্তে মহানবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ রহমাতুল্লিন আ'লামীন করিয়া দুনিয়াতে প্রেরন করিয়াছেন । আজ নারীর ভাগ্য চমকাইয়া গিয়াছে । তাহার কথা কাহারো মনে প্রানে ছিল না । আজ আল্লাহ ও তাহার রসুল সবাইকে নারীর কথা স্মরন করিয়া দিয়া ঘোষনা করিয়াছেন - "للنساء النصيب مما ترك الوالدان و الاقربون" পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের ত্যাগ করা সম্পত্তিতে নারীরও অধীকার রহিয়াছে । (সুরায় নিসা)

সুবহানাল্লাহ ! আজ আর নারীকে বাদ দিয়া দুরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া যাইবে না । এখন ইসলাম নারীর নামে ডাংকা বাজাইয়া দিয়াছে । যাহার নাম শুনিলে লজ্জা পাইতো, যাহাকে জীবিত পুতিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতো ও যাহাকে স্বামীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

সঙ্গে পুড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতো; এখন তাহার খোঁজ পড়িয়া গিয়াছে । এখন তাহার জন্য বন্টন বিলম্ব হইতেছে । ঠিক এই মুহূর্তে আবার নারীর জন্য অংশ নির্ধারন করতঃ ঘোষনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে - "يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين" আল্লাহ তোমাদিগকে তোমাদের সন্তানাদিদের সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করিতেছেন যে,পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান। (সুরায় নিসা)

আমার স্নেহের মুসলিম মা ও বোনেরা ! এইবার একবার চোখ খুলিয়া দুনিয়ার দিকে দেখুন ! কাল আপনার অবস্থা কেমন ছিল আর আজ আপনাদের অবস্থা কেমন হইয়াছে ! কাল আপনাদের কেহ খোঁজ নিয়া ছিল না । বরং আপনারা নিজে থেকে সামনে আসিলে আপনাদের থেকে দৃষ্টি ঘুরাইয়া নিয়া নাক সিটকানি দিতো । আজ আপনাদিগকে সমাজের সামনে ডাকিয়া আনা হইতেছে । কারণ, আপনারা অন্যেদের ন্যায় অংশীদার হইয়া গিয়াছেন । এই সামাজিক স্বাধীনতা কোন কাফের দেয় নাই । দিয়াছেন দ্বীনের নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম । এই মোহাম্মাদী দ্বীনকে উপেক্ষা করতঃ কোন কাফেরদের কথায় কান দিয়া নিজেদের আখিরাতকে বর্বাদ করিবেন না।

তবে দুঃখ করিবেন না

আমার মুসলিম মা ও বোনদের বলিতেছি, আপনারা এই বলিয়া দুঃখ করিবেন না যে, আমরা তো বাপের কন্যা । আমাদের অংশ কম হইল কেন ? এই প্রকার প্রশ্ন করিয়া ইসলামের দরবারে অকৃতজ্ঞ হইতে যাইবেন না । সব সময় দরবারে ইলাহীতে শুকুর গোজার হইয়া থাকিবেন । তবেই তো আল্লাহ ও রসুলের সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারিবেন । যখন কিছুই ছিল না । তখন কোথায় প্রশ্ন করিতেন ? যখন আপনাদের সম্পর্কে কেহ ভুলিয়াও ভাবিয়া ছিল না তখন কাহার নিকট দুখ জানাইতেন ? যাহা পাইয়াছেন তাহা যথেষ্ট অপেক্ষা বেশি পাইয়াছেন বলিয়া সন্তুষ্ট হইয়া যান । আপনারা তো স্বামীর সংসারে থকিয়া শশুর শাশুড়ির সেবায় ব্যস্ত থাকিবেন । পিতা ও মাতার অদিনে ও দুর্দিনে তাহাদের পাশে আপনারা থাকিবেন না । ভায়েরা তাহাদের সেবায় থাকিবে । কেবল তাই নয়, পিতা মাতার সম্পদের উপরে কেহ হস্তক্ষেপ করিলে আপনারা তো খোঁজ রাখিবেন না । পুত্রগন পিতার সম্পদকে রক্ষা করিবার জন্য প্রান দিতে প্রস্তুত হইয়া যাইবে ।এই সমস্ত কারনে হয়তো আল্লাহ তায়ালা আপনাদের অংশ তুলনা মুলক ভাইদের থেকে কম দিয়াছেন । অন্যথায় আল্লাহ তায়ালা ও তাহার

pdf By Syed Mostafa Sakib

রসুল এই কম ও বেশির মধ্যে কি রহস্য রহিয়াছে তাহা তাহারা ভালই জানেন। আমি বলিবো, আপনারা আল্লাহ ও তাহার রসুলের বন্টনের উপরে সন্তুষ্ট হইয়া যান।

বিধবার প্রতি ইসলামের ইনসাফ

একবার অতীতের ইতিহাস মনে করিয়া দেখুন ! আপনাদের কি করুন অবস্থা হইয়াছে । স্বামীর মরনের সাথে স্ত্রী মরনের ঘন্টা বাজিয়া যাইতো । যদি ভাগ্য চক্রে ইহা থেকে বাঁচা সম্ভব হইয়া যাইতো কিন্তু সামাজিক মরন থেকে বাঁচা সম্ভব হইত না। সমাজ থেকে নিজেকে লুকাইয়া রাখিতে হইতো । অন্যথায় মানুষের মুকনাড়া ছাড়া আর কিছুই জুটিতো না । আপন পর সবাই সমান ভাবে তিরস্কার করিতো । কেহ তাহার মুখের দিকে তাকাই তো না । সে কাহার মুখের দিকে তাকাইতে পারিতো না । স্বামীর মরনের সাথে সাথে স্ত্রীর শান্তির জীবনে আগুন লাগিয়া যাইতো । সেই আগুনে আজ পানি দিয়াছে কে ? অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইবেন ইসলাম । পোড়া কপালীর পাশে দাঁড়াইয়াছেন কে ? ইহার জবাব কেহ না দিলে গায়বী জবাব চলিয়া আসিবে - মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ।

স্বামীর ইন্তেকালের পরে মাত্র চার মাস দশ দিন পূর্ন হইয়া গেলে ইসলাম অবাধ বিবাহের পার্মিশান দিয়াছে । এই পার্মিশান বা অনুমতি কেবল নামে মাত্র নয়, বরং বাস্তব করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন । ইঁনি কে সেই মহা মানব ? মা ও বোন ! আপনাদের মুখ দিয়া প্রকাশ পাইলে আমি খুশি হইয়া যাইবো । তবে আপনাদের বলিতে বিলম্ব হইতে পারে কিন্তু আমি প্রকাশ করিতে বিলম্ব না করিয়া বলিতেছি, তিনি হইলেন নবীদিগের সরদার রসুল দিগের তাজদার আল্লাহ তায়ালার অখিরী পয়গম্বর আহমাদ মুজতবা মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম । সেই চন্দ্রমূখী মোহাম্মাদ আলাইহিস সালাম, যাহার জন্য জগত পাগল, তিনি কোন তরুনীর দিকে চোখ না তুলিয়া এক রকম পৌঢ় বয়সের বিধবা খাদীজাকে বিবাহ করতঃ কাছে টানিয়া নিয়াছেন। আরে নিয়াছেন তো নিয়াছেন ! যতদিন পর্যন্ত হজরত খাদীজা রাদী আল্লাহু আনহা হায়েতে ছিলেন, ততোদিন পর্যন্ত দ্বিতীয় বিবাহ করেন করিয়া ছিলেন না । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জীবনে যতগুলি বিবাহ করিয়াছেন, হজরত

pdf By Syed Mostafa Sakib

আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা ব্যতিত প্রত্যেকেই ছিলেন বিধবা । সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ ! হজরত খাদীজা আর বিধবা নাই । বরং জগত জননী হইয়া গিয়াছেন। তাহার উপাধি হইয়া গিয়াছে আজ - উম্মুল মুমিনীন অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুমিনদিগের মাতা । যে বিধবার দিকে দুনিয়া তাকাইতে নারাজ ছিল তাহাকে আজ সবাই মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেছে । কেবল এখানেই শেষ নয় ।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বিধবার সহিত ভাল ব্যবহার দেখানো এবং তাহাকে সাহায্য করা ও সহানুভুতি দেখানো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিবার সমতুল্য বলিয়া ঘোষনা করিয়া দিয়াছেন । হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"عن النبی ﷺ قال الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله واحسبه قال وکالقائم لا یفتر وکالصائم لا یفطر"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু অলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, বিধবা ও মিসকীনের জন্য মেহনতী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায় । বর্ননা কারী বলিয়াছেন, আমার ধারনা যে, হুজুর পাক ইহাও বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি তাহারই ন্যায় যিনি ধারাবাহিক রাত জাগিয়া ইবাদত করিয়া থাকেন এবং তাহারাই ন্যায়, যিনি ধারা হাহিক দিনে রোজা রাখিয়া থাকেন । (মুসলিম শরীফ, মিশকাত ৪২১ পৃষ্ঠা)

আমার মা ও বোনদের বলিতেছি, ইসলাম কোন্ ধর্ম তাহা কি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ? যে মহিলার মাথার উপর থেকে স্বামীর মুহাব্বাতের ছায়া সরিয়া যাইবার কারনে সে বিধবা হইয়া সমাজের সামনে ঘৃনীত হইয়া ছিল । দয়ার নবী তাহাকে সারা জীবন সম্মানের সহিত কেবল কাছে রাখেন নাই বরং কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত যাহাতে দুনিয়া তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া থাকে তাহার জন্য কত সুন্দর প্রেরনা প্রদান করিয়াছেন ।

অতীত অপেক্ষা বর্তমান ভয়াবহ

আমার মুসলিম মা ও বোনদিগকে আরো একবার স্মরন করিয়া দিয়া বলিতেছি। জাহিলীয়াতের যুগে যদিও মানুষ নিজের ঘরে নারীর আগমনকে অপছন্দ করিতো ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শেষ পর্যন্ত তাহাকে জীবিত অবস্থায় দাফন করিয়া দিতো কিন্তু দুনিয়াতে আসিতে বাধা দিতে পাবিতো না । মাতা ও পিতার ঘরে জন্ম নিয়া কিছু দিন দুনিয়াবী পরিবেশকে চোখ খুলিয়া দেখিতে পারিতো । দুনিয়ার হাওয়া পানী ভোগ করিতে পারিতো । কিন্তু আজ বিজ্ঞানের যূগ যুলুমের দিক দিয়া জাহিলিয়াতের যূগকে হার মানাইয়া দিয়াছে। জাহিলিয়াতের যূগে বাচ্চা জন্ম গ্রহন করিবার পরে পুত্র অথবা কন্যা বুঝিতে পারিতো । কন্যা হইলে মন খারাব হইয়া যাহতো । কিন্তু আজ ইহার সম্পুর্ন বিপরীত। পেটে বাচ্চা আসিবার সাথে সাথে শুরু হইয়া যায় পরীক্ষা নিরিক্ষা । কন্যার ছায়া বুঝিতে পারিলে মন খারাপ । সম্ভব হইলে মাতৃগর্ভে শেষ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে কন্যার কাজ । ইহা হইল উন্নত যুগের জাহিলীয়াত ! এই হইল বর্তমান যুগের সভ্য সমাজ ! আহারে সভ্য সমাজ ! যাইহোক, আমার মা ও বোনেরা বিবেচনা করিয়া বলুন, অতীত অপেক্ষা বর্তমান নারীদের জন্য বেশি ভয়াবহ কি না ? অতীত অপেক্ষা বর্তমান যূগের বর্বরেরা বেশি নিষ্ঠুর কি না ? অতীতে তো নারীদের দুনিয়াতে আসিবার অধিকার দিয়াছে । বর্তমানে তাহাদিগকে দুনিয়া দেখিতে দিতে পর্যন্ত রাজি নয় ।

ইসলাম নারীর আগমনে সন্তুষ্ট

যেহেতুরব্বুল আ'লামীন আল্লাহ নর ও নারীর মাধ্যমে পৃথিবীকে আবাদ করিবেন। এই কারনে কেহ কাহারো আসিতে দিতে বাধা দিতে পারিবে না । আন্যথায় আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার বিরধীতা করা হইবে । এইজন্য ইসলাম নারীর আগমনে সব সময়ে সন্তুষ্ট । ইহার বাস্তাব প্রমান হইল যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অনেক গুলি স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়া সংসার জীবনে আনন্দে ছিলেন । তিনি যে, কন্যাদের প্রতি কতো সন্তুষ্ট ছিলেন তাহা নিম্নের কতিপয় হাদীস থেকে পরিস্কার প্রমান হইয়া থাকে ।

(ক) হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رسول الله ﷺ من كانت له انثى فلم يادها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعنى الذكور ادخله الله الجنة"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার নিকটে কন্যা

pdf By Syed Mostafa Sakib

রহিয়াছে এবং সে তাহাকে জীবিত কবরস্থ করে নাই এবং তাহাকে নিকৃষ্ট ধারনা করে না এবং কন্যার উপরে পুত্রকে বেশি গুরুত্ব দেয় নাই; তাহাকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে প্রবেশ কারাইয়া দিবেন । (মিশকাত ৪২৩ পৃষ্ঠা)

(খ) হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رسول الله ﷺ من كانت له ثلاث بنات او ثلاث اخوات اوبنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যাহার তিন কন্যা অথবা তিন বোন রহিয়াছে অথবা দুই কন্যা অথবা দুই বোন রহিয়াছে এবং সে তাহাদের সমস্ত হক্ক আদায় করিয়াছে এবং হক্ক আদায়ে আল্লাহকে ভয় করিয়াছে, তাহার জন্য রহিয়াছে জান্নাত । (তিরমিজী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড ১৩ পৃষ্টা)

(গ) হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"ان رسول الله ﷺ قال لا يكون لاحدكم ثلاث بنات اوثلاث اخوات فيحسن اليهن الا دخل الجنة"

হুজুর পাক সাল্লাল্লহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যাহার তিনটি কন্যা অথবা তিনটি বোন হইবে এবং সে তাহাদের সহিত সুন্দর ব্যবহার করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে । (তিরমিজী দ্বিতীয় খন্ড ১৩ পৃষ্ঠা)

আমার স্নেহের মা ও বোন ! আজ আপনারা সেই শরীয়াতকে সমাধীস্থ করতঃ সমাজের ছায়াতে বাঁচিরবার চেষ্টা করিতেছেন ! যে শরীয়াতে পাক একটি নয় তিনটি কন্যা লালন পালন করিবার জন্য শত প্রেরনা প্রদান করিয়াছে সেই শরীয়াতের কবর দেখিতে চাহিতেছেন ! আর যে সমাজে প্রথমে কন্যার মুখ দেখিলে মন ভার হইয়া যায়, দ্বিতীয় কন্যা হইলে অশান্তি শুরু হইয়া যায় । আর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় যদি তৃতীয় কন্যার মুখ দেখিতে হয়, তাহা হইলে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কেবল মারপিট

pdf By Syed Mostafa Sakib

পর্যন্ত শেষ নয়, বরং বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে যে, স্বামী স্ত্রীর সংসার ভাঙিয়া গিয়াছে। মা ও বোনেরা! এখনো সময় রহিয়াছে, সমাজের কথায় কান না দিয়া দয়ার নবীর নিয়া আসা শরীয়াতকে শক্ত করিয়া ধরিয়া নিন। ইহার মধ্যে রহিয়াছে আপনাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ শান্তি মঙ্গল ও কল্যান।

কন্যার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা

ইসলাম কন্যার প্রতি কখনো অনিহা ভাব দেখায় নাই। তাহার আদব কায়দা ও শিক্ষা দীক্ষা দেওয়ার জন্য ইসলাম যথেষ্ট প্রেরনা প্রদান করিয়াছে। যেমন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন -

"من كانت له ابنة فادبها واحسن ادبها و علمها فاحسن تعليمها فاوسع عليها من نعم الله التى اسبغ عليه كانت له منعة وسترا من النار"

যাহার কন্যা সন্তান রহিয়াছে এবং সে তাহাকে আদব শিক্ষা দিয়াছে এবং অতি উত্তম আদব শিক্ষা দিয়াছে। আর তাহাকে অতি উত্তম ভাবে শিক্ষা দীক্ষা দিয়াছে। আর তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালার প্রদান করা নিয়ামতকে ব্যাপক ভাবে ব্যায় করিয়াছে, তাহার জন্য এই কন্যা হইবে জাহান্নামের আগুনের প্রতিরোধ কারী এবং আগুনের মাঝে পরদা। (কানযুল উম্মাল)

নর অপেক্ষা নারীর সম্মান বেশি

আমার স্নেহময়ী মা ও বোন! আমার সময়ের অভাব। তবুও বিশেষ প্রয়োজন বোধ করতঃ আপানেদের প্রতি ইলাসামের দৃষ্টি ভঙ্গী কতো উচ্চতর সে সম্পর্কে আর যৎ সামান্য আলোকপাত করতঃ এখানেই এই অধ্যায় সমাপ্ত করিতে চহিতেছি।

(ক) হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رجل يا رسول الله من احق بحسن صحابتى قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك"

pdf By Syed Mostafa Sakib

জনৈক্য ব্যক্তি বলিয়াছেন, আমার ভাল ব্যবহার পাইবার সব চাইতে হক্কদার কে ? তিনি বলিয়াছেন, তোমার মাতা । আবার আবেদন করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন তোমার মাতা । আবার আবেদন করিয়াছেন, তারপর কে ? তিনি বলিয়াছেন, তোমার পিতা । (মিশকাত ৪১৮ পৃষ্ঠা)

দুনিয়াতে কোন নর মাতা হইয়া থাকে না । নারী হইয়া থাকে মাতা । মহা নাবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পিতা অপেক্ষা মাতার সম্মান তিনগুন বেশি করিয়া দিয়াছেন । এখন কোন ঈমানদার নারী রহিয়াছে যে, হুজুর পাকের এই পবিত্র বানী শ্রবন করতঃ 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করিবে না !

(খ) হজরত আনাস বিনতে আবু বাকার বলিয়াছেন -

"قدمت علی امی وهی مشركة فی قریش فقلت یارسول الله ان امی قدمت علی وهی راغبة افاصلها قال نعم صلیها متفق علیه"

আমার নিকটে আমার মাতা আসিয়াছেন । এই সময়ে তিনি ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে মুশরিকাহ । আমি আবেদন করিয়াছি, ইয়া রাসুলাল্লাহ ! আমার মাতা আমার নিকটে আসিয়াছেন, তিনি আমার সম্পদের মুখাপেক্ষি । আমি কি তাহার সহিত দয়া করিতে পাবিবো ? হুজুর পাক বলিয়াছেন, হ্যাঁ । তুমি তাহার সহিত দয়া করো । হাদীসটি বোখারী ও মুসলিমের মধ্যের রহিয়াছে । (মিশকাত ৪১৮ পৃষ্ঠা)

সুবহানাল্লাহ ! আল হামদুলিল্লাহ ! নারী ! আপনি মাতা হইবার সুবাদে ইসলাম থেকে দুরে থাকা সত্ত্বেও ইসলামের দয়া পাইয়াছেন । ইহার পরেও ইসলামের প্রতি অবজ্ঞাভাব ! লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ ।

(গ) হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رسول الله ﷺ دخلت الجنة فسمعت فيها قراة فقلت من هذا قالوا حارثة بن النعمان كذا لكم البر كذالكم البر وكان ابر الناس بامه"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করতঃ সেখানে তিলাওয়াত শ্রবন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ইঁনিকে (তিলাওয়াত করিতেছেন) ? তাহারা বলিয়াছেন, হারেস ইবনো নো'মান । নেকী এইরূপ হইয়া থাকে । হজরত হারিস সব চাইতে বেশি মাতার সহিত সদ্ব্যবহারকারী ছিলেন ।

প্রকাশ থকে যে, মাতা হইলেন নারী হজরত হারিস মাতার সেবা করিবার কারনে এমনই বুজুর্গী পাইয়াছেন যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জান্নাতের মধ্যে তাঁহার কোরয়ান তিলাসওয়াত শ্রবন করিয়াছেন । ইসলাম নারীর প্রতি কতো সন্তুষ্ট ।

(ঘ) হজরত ইবনো উমার হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"ان رجلا اتى النبى ﷺ فقال يارسول الله انى اصبت ذنباعظيما فهل لى من توبة قال هل لک من ام قال لا قال هل لک من خالة قال نعم قال فبرها رواه الترمزى"

জনৈক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে হাজির হইয়া বলিয়াছেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! নিশ্চয় আমি বড় পাপ করিয়া ফেলিয়াছি । আমার তওবা কি কবুল হইবে ? তিনি বলিয়াছেন তোমার কি মাতা রহিয়াছেন ? তিনি বলিয়াছেন, না ।হুজুর পাক বলিয়াছেন - তোমার কি খালা রহিয়াছে ? তিনি বলিয়াছে, হ্যাঁ । হুজুর পাক বলিয়াছেন - তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করো । হাদীসটি ইমাম তিরমিজী বর্ননা করিয়াছেন । (মিশকাত ৪২০ পৃষ্ঠা)

স্নেহের মা ও বোন ! একবার বলুন - আস্সলাতু অস্সলামু আলাইকা ইয়া রসলুলাল্লাহ ! আহ ! ইহার নাম ইসলাম ! ইহার নাম মোস্তফায়ী দ্বীন ! মাতা নয়, বরং মাতার বোন খালাকে সেবা করিলে বড় গোনাহ মাফ হইয়া যায় । এই দ্বীনের কি জবাব রহিয়াছে !

(ঙ) হজরত আবু তোফাইল বলিয়াছেন -

رأيت النبى ﷺ يقسم لحما بالجعرانة اذ اقبلت امرأة حتى دنت الى النبى ﷺ فبسط لها رداه فجلست

pdf By Syed Mostafa Sakib

عليه فقلت من هى فقالوا هى امه التى ارضعت

رواه ابوداؤد"

আমি দেখিয়াছি, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জায়ার্রানা নামক স্থানে মাংস বিতরন করিতেছেন । হঠাৎ একজন মহিলা আসিয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের খুব কাছা কাছি হইয়া গিয়াছেন । তখন তিনি তাহার নিজের চাদর বিছাইয়া দিয়াছেন । অতঃপর মহিলা চাদরের উপরে বসিয়া গিয়াছেন । আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ইঁনি কে ? সাহাবায় কিরাম বলিয়াছেন, ইঁনি হইলেন হুজুর পাকের সেই মাতা (হালীমা) যিনি তাঁহাকে দুধ পান করাইয়াছেন । হাদীসটি আবু দাউদ বর্ননা করিয়াছেন । (মিশকাত ৪২০ পৃষ্ঠা)

হাজার হাজার বার সুবহানাল্লাহ ! হজরত হালীমা রাদী আল্লাহু আনহা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মাতা ছিলেন না, বরং দুধ মাতা । দুধ মাতার জন্য নবীদিগের সরদার রসুলদিগের তাজদার আল্লাহ তায়ালার আখিরী পয়গম্বর নিজের চাদর মুবারক বিছাইয়া দিয়া সম্মান প্রদান করিয়াছেন । তবে মাতার সম্মান তাহার নিকটে কতো ছিল । স্নেহের মা ও বোন ! দেখিলেন তো দুধ মাতা হইয়াও যে সম্মান পাইয়াছেন আজ বিশ্বাস ঘাতক সমাজ নিজ মাতাকে পর্যন্ত সেই সম্মান দিতে রাজি নয় । এইবার বলুন, ইসলামকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন !

(চ) হজরত মুয়াবীয়া ইবনো জাহামা হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"ان جاهمة جاء الى النبى ﷺ فقال يارسول الله

اردت ان اغزو وقدجئت استشيرک فقال هل لک

من ام قال نعم قال فالزمها فان الجنة عند رجلها رواه

احمد ونسائى و البيهقى فى شعب الايمان"

হজরত জাহামা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে হাজির হইয়া বলিয়াছেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমি জিহাদ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি । তাই আপনার নিকটে পরামর্শের জন্য আসিয়াছি । হুজুর পাক বলিয়াছেন, তোমার কি মাতা রহিয়াছেন ? তিন বলিয়াছেন - হ্যা । হুজুর পাক বলিয়াছেন, তাহার সেবা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করো । নিশ্চয় জান্নাত হইল তাহার পদতলে । হাদীসটি বর্ননা করিয়াছেন ইমাম আহমাদ, নাসায়ী ও ইমাম বায়হাকী শুয়াবুল ঈমানের মধ্যে । (মিশকাত ৪২১ পৃষ্ঠা)

সুবহানাল্লাহ ! হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জিহাদে না পাঠাইয়া মাতার সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন । কেবল তাই নয়, বরং তিনি বলিয়াছেন যে, মায়ের পদতলে জান্নাত । মাতা তো হইলেন একজন নারী । ইসলাম নারীর মর্যাদা কোন জায়গায় রাখিয়াছে !

(ছ) হজরত নাবীত ইবনো শারীত্ব হইতে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رسول الله ﷺ اذا ولد للرجل ابنة بعث الله عزوجل ملائكة يقولون السلام عليكم اهل البيت يكتنفونها باجنحتهم ويمسعون على رأسها و يقولون ضعيفة خرجت من ضعيفة القيم عليها معان الى يوم القيامة"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কোন মানুষের কন্যা পয়দা হইয়া থাকে, তখন আল্লাহ তায়ালা ফিরিশতাপ্রেরন করিয়া থাকেন । ফিরিশতাগন বলিয়া থাকেন, ওহে বাড়ির মানুষজন ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার শান্তি অবতীর্ন হউক । তারপর সেই কন্যাকে নিজেদের বাজুর উপরে রাখিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া থাকে এবং বলিয়া থাকে, এই দুর্বল প্রান একটি দুর্বল প্রান থেকে পয়দা হইয়াছে । যে ইহার লালন পালন করিবে কিয়ামত পর্যন্ত সে আল্লাহর রহমাতে থাকিবে । (মু'জাম কাবীর)

বর্তমান হাদীস পাক থেকে জানা যাইতেছে যে, কন্যা সন্তানের প্রতি আল্লাহ তায়ালার ও তাহার ফিরিশতাগন সন্তুষ্ট । কেন সন্তুষ্ট হইবেন না স্বংয় আল্লাহ পাক তো তাহাকে পয়দা করিয়াছেন । স্নেহের মা ও বোন ! শুনিয়া রাখো এবং জানিয়া রাখো যে, ইসলামে কোন জায়গায় নারীজাতের প্রতি অভক্তি নাই । বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তোমাদের প্রতি অভক্তি তৈরি করিয়া দেওয়া হইয়াছে । অবশ্য তাহা তোমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছ না । কারণ, তোমরা সামাজিক ভাবে নোংরা স্বাধীনতা

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাইতে চাহিতেছো ।

শেষ বারের মতো সাবধান করিতেছি

বর্তমান অধ্যায় শেষ করিবার পুর্বে মা ও বোনদের কাছে একটি জরুরী বার্তা পৌঁছাইতেছি । সম্ভবতঃ আপনারা সবাই অবগত হইতে পারেন নাই । তবে যাহারা পত্র পত্রিকা পড়িয়া থাকেন কিংবা সংবাদ শুনিয়া থাকেন তাহারা প্রত্যেকেই অবগত যে, মাত্র অল্প কয়েক দিন হইল সুপ্রিম কোর্ট এক সঙ্গে তিন তালাক কে বাতিল করিয়াছে । এখন কথা হইল যে, যদি কোন ব্যক্তি এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাতে তিন তালাক হইবে কিনা ? এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া যদিও অপরাধ কিন্তু এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাকেই হইয়া যাইবে । ইহা বিশেষ করিয়া কোরয়ান ও হাদীসের আলোকে হানাফী মযহাবের অভিমত । আমার মা ও বোন ! পৃথিবী কতক্ষনের জন্য ! কাল বাচ্চা ছিলেন আর আজ বুড়ি হইয়াছেন । এই তো কাল তরুনী ছিলেন আর আজ পৌড়ায় পা দিয়াছেন । মরন যে কোন মুহুর্থে হাজির হইয়া যাইবে । সুতরাং না কোন কোর্টের কথায়, না কাহারো কথায় কান দিতে হইবে । কোর্টের কাথায় না হারাম হালাল হইবে, না কাহারো কথায় হারাম হালাল হইয়া যাইবে । যদি ইসলাম কোন জিনিষকে হারাম বলিয়া থাকে আর কোন দেশের কোন সুপ্রিম কোর্ট যদি তাহা হালাল বলিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হালাল হইবে না । একটি দেশের একটি সুপ্রিম কোর্ট কি না ? পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত সুপ্রিম কোর্ট যদি এক হইয়া কোন হারামকে হালাল বলিয়া থাকে, তবুও তাহা হলাল হইবে না । সুতরাং আমার মা ও বোনেরা খুবা সতর্ক ও সাবধান হইয়া যান যে, আল্লাহ তায়ালা না করিয়া থাকেন, যদি কাহারো স্বামী শয়তানের চক্রে পড়িয়া কিংবা কোন কারনে বাধ্য হইয়া এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়া থাকে, তাহা হইলে বিনা হালালায় আপনি অবশ্যই তাহার ভাত খাইবেন না । হারাম হইবে হারম হইবে ।

তৃতীয় অধ্যায়

আমার স্নেহের মা ও বোন ! যখন আপনার স্বামীর সংসারে আসিয়া গিয়াছেন, তখন আপনাদের মন ও মানসিকতা এবং স্বভাব ও অভ্যাস পরিবর্তন করতঃ এই নতুন পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া নেওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে । সবার

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্বামীর সংসার এক প্রকারের হইবে না । কাহারো সংসারে থকিবে খুব সুখ শান্তি, আবার কাহারো সংসারে থাকিবে দারিদ্রতা । সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার শোকর গোজার হইয়া থাকিবে হইবে । যথা সাধ্য শান্তি বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে । তবেই তো আপনি নেক বিবি বলিয়া গন্য হইবেন । এখন আমি আপনাদের কিছু আমলের কথা বলিয়া দিবো, যাহাতে আপনারা আমলের মাধ্যমে স্বামীর সংসারে শান্তি কায়েম করিতে পারেন । সুখ শান্তির মালিক হইল আল্লাহ তায়ালা । আমলের মাধ্যামে আল্লাহ তায়ালার থেকে সুখ শান্তি চাহিয়া নিবেন ।

আমল নাম্বার - (১)

আমার স্নেহের মা ও বোন ! প্রথমে নিজে বদ খেয়াল থেকে বাঁচিবার চেষ্টা করিবেন । যখনই মনের মাঝে কোন বদ খেয়াল চলিয়া আসিবে, তখনই নিম্নের দোয়াটি অবশ্যাই পাঠ করিবেন । আপনার স্বামী যদি বদ খেয়াল হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি তাহার সহিত ঝগড়া করিতে যাইবেন না । বিপদ হইবে, বিপদ হইবে। আপনি স্বামীর আড়ালে দোয়াটি সাতবার পড়িয়া পানিতে কিংবা কোন খাবারে ফুঁক দিয়া রাখিবেন । আশাকরি এই পানি কিংবা সাত দিন নতুন নতুন পানিতে দোয়াটি পাঠ করতঃ ফুঁক দিয়া খাওয়াইতে পারিলে মন পরিবর্তন হইয়া যাইবে । অনুরূপ ছেলে মেয়ে যদি বদ খেয়াল ও বদ চরিত্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে দোয়াটি অবশ্যই কাগজে লিখিয়া গলায় তাবীজ করতঃ ঝুলাইয়া দিবেন এবং কমপক্ষে সাত দিন পানিতে ফুঁক দিয়া কিংবা দোয়াটি কাগজে লিখিয়া পানিতে ভিজাইয়া পানি পান করাইবেন । আরো বলিতেছি, যাহাদের হার্ড খুব দুর্বল কিংবা হার্ডের গন্ডোগোল হইয়া গিয়াছে, যাহার কারনে শত শত টাকা ঔষধে ব্যয় হইয়া যাইতেছে তাহাদের জন্য নিম্নের দোয়াটি মহা ঔষধ । এই দোয়াটি সব সময়ে পাঠ করিতে থাকিলে খুবই ভাল হয় । অন্যথায় দোয়াটি তাবিজ করতঃ গলায় ঝুলাইয়া দিবে এবং দোয়াটি সাতবার পাঠ করতঃ পানিতে ফুঁক দিয়া কমপক্ষে এগারো দিন পান করিতে থাকিবে। সবচাইতে ভাল হইবে যে, এই পানি ছাড়া অন্য কোন পানি পান করিবে না । পানির সহিত পানি মিশাইয়া পান করিতে থাকিবে ।

”يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ دِلِ مَا رَا كُنْ

مُسْتَقِيْمُ بِحَقِّ اِيَّا كَ نَعْبُدُ وَ اِيَّا كَ نَسْتَعِيْنُ“

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারন - ইয়া আল্লাহু, ইয়া রহমানু, ইয়া রহীমু-দিলে মারা কুন্ মুস্তাকীম, বেহাক্কে ই'য়াকা না'বুদু অ ই'য়াকা নাস্তাঈন ।

আমল নাম্বার - (২)

নিম্নের দোয়াটি সকাল ও সন্ধায় সাতবার করিয়া পাঠ করিয়া নিবেন । বাড়ির সমস্ত জিনিষের হিফাজত থাকিবে । কোন প্রকার ক্ষয় ক্ষতি হইবে না । জান ও মাল হিফাজত থাকিবে । কোন জিনিষ খাইবার পূর্বে দয়াটি পাঠ করিয়া নিলে খাদ্যে বিষ কিংবা কোন দুষিত জিনিষ থাকিলে কোন ক্ষতি হইবে না । আল হামদু লিল্লাহ ! আমি এই দোয়াটি প্রায় চল্লিশ বছর আমলে রাখিয়াছি । আমার স্নেহের মা ও বোনেরা ! আপনারা দোয়াটি অবশ্যই আমলে রাখিবেন । তবেই তো স্বামীর সংসার নিরাপদ থাকিবে ।

"بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ"

উচ্চারন - বিস মিল্লা হিল্লাজী লা ইয়াদুর্রো মায়াস্ মিহী - শায়উন, ফিল আরদি - অলা ফিস্ সামাই অহুয়াস সামিউল আলীম ।

আমল নাম্বার - (৩)

আমার স্নেহের মা ও বোন ! স্বামীর সংসারে যদি দারিদ্রতা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিবে না । আশা করি আপনি একজন নেক বিবি হইয়া বাড়িতে ঢুকিয়াছেন । তবে আপনার দ্বারায় তো সংসারে সুখ শান্তি ফিরিবে । অশান্তি হইবে কেন ! আপনি আল্লাহর নিকট থেকে সংসারের শান্তি চাহিয়া নিন । যদি স্বামীর কাজ কারবার ঢিল পড়িয়া যায় এবং ব্যবসায় উন্নতি না হইয়া থাকে, তাহ হইলে আল্লাহর অয়াস্তে স্বমীকে আমল করিতে বলুন এবং আপনি নিজে আমল শুরু করিয়া দিন । ইনশায়াল্লাহ, সংসারে উন্নতি হইবে এবং সবাই সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারিবেন । আমলের পূর্বে ও পরে এগারো বার দরূদ শরীফ পাঠ করিতে হইবে । ঈশার নামাজের পরে এমন একটি জায়গায় খোলা আসমানে দাঁড়াইয়া যাইবেন যে, মাথার উপরে যেন কোন ছাউনি না থেকে । তবে মা ও বোনকে আমি

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাথায় কাপড় সরাইতে বলিতেছি না । এইবার নিম্নের দোয়াটি পাঁচ শতবার পাঠ করিবেন । রুজি রোজগারে বর্কত হইবে, ব্যবসা বানিজ্যে উন্নতি হইবে ও পাহাড় সমান ঋন থাকিলে তাহা পরিশোধ হইয়া যাইবে । আরো বলিতেছি, যখন কোন বড় কাজ করিতে যাইবেন তখন এই দোয়াটি খুব পাঠ করিতে থাকিবেন । স্বামীর কিংবা ছেলের যদি চাকুরী হইবার আশা থাকে, তাহা হইলে তাহাদের এই দোয়াটি খুব পাঠ করিতে বলিবেন এবং আপনিও নিজে খুব পাঠ করিতে থাকিবেন ।
يَامُسَبِّبَ الْأَسْبَابُ 'ইয়া মুসাব্বিবাল আসবাব' ।

আমল নাম্বার - (৪)

আমার স্নেহের মা ও বোন ! কষ্ট করিয়া নিম্মের দোয়াটি মুখস্ত করিয়া নিবেন। ইহার বহ উপাকার রহিয়াছে । দোয়াটির নাম 'নাদে আলী' ।

(ক) যদি সামনে কোন বড় বিপদ কিংবা কোন কঠিন কাজ আসিয়া যায, তাহা হইলে প্রতি দিন দোয়াটি এক চল্লিশবার করিয়া পাঠ করিবেন । ইনশা আল্লাহ খুব শীঘ্র সফলতা পাইবেন ।

(খ) যে সমস্ত রোগী বড় রোগে জীবনের উপরে আশা হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহাদের জন্য আসমানের পানি ধরিয়া নিয়া তাহাতে সাতবার দোয়াটি পাঠ করতঃ ফুঁক দিয়া পানিটি সুস্থ হইবার পূর্বে পর্যন্ত পান করাইতে থাকিবেন ।ইনশায়াল্লাহ সুস্থ হইয়া যাইবে ।

(গ) বাড়িতে যদি জিনের উপদ্রব হইয়া থাকে অথবা যদি কাহারো উপরে জিন চাপিয়া যায, তাহা হইলে দোয়াটি যখন তখন উচ্চাস্বরে পাঠ করিতে থাকিবেন এবং পনেরোবার পাঠ করিয়া পানিতে ফুঁক দিয়া রোগীকে ঝাটকা মারিবেন এবং কিছু পানি পান করাইয়া দিবেন ।

(ঘ) যদি কাহারো নিকট কোন প্রস্তাব পাঠনো হইয়া থাকে এবং প্রস্তাবটি মানিয়া নিবে কিনা সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহাকে পাঠানো হইবে তাহার কানে দোয়াটি গোপনে তিনবার পাঠ করতঃ ফুঁক দিয়া দিবেন ।ইনশায়াল্লাহ তায়ালা কামিয়াব হইয়া ফিরিবেন ।

(ঙ) কোন দুশমনকে অনুগত করিতে হইলে তাহার খেয়াল করিয়া বেশ কিছু দিন আঠারো বার করিয়া দোয়াটি পাঠ করিবেন ।

(চ) দুশমনের দুশমনি জবান বন্ধ করিবার নিয়াতে প্রত্যেক নামাজের পরে দশবার

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়া দোয়াটি পাঠ করিতে থাকিবেন । ইহাতে দুশমন বদনাম করা ত্যাগ করিবে ।

(ছ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে সপ্নোযোগে সাক্ষাত করিবার জন্য খুব সুন্দর ভাবে আজু করিয়া ঈশার নামাজের পরে প্রথমে একশত বার দরুদ শরীফ পাঠ করিবেন । তারপর পাঁচশত বার দোয়াটি পাঠ করিবেন । পরে আবার একশত বার দোরূদ শরীফ পাঠ করিবেন । তারপর অজু অবস্থায় শয়ন করিবেন । ইনশা আল্লাহ দীদারে মোস্তফা হাসিল হইয়া যাইবে ।

"بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ اَلْعَجَائِبِ تَجِدُهُ عَوْنًا لَّكَ فِى النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ وَّ غَمٍّ سَيَنْجَلِىْ بِنُبُوَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَبِوَلَا يَتِكَ يَا عَلِىُّ يَا عَلِىُّ يَا عَلِىُّ"

উচ্চারন - বিস্ মিল্লা হির্রাহ্মা নির্রাহীম নাদে আলিয়ান - মাজহারাল - আজাইবে - তাজিদুহু - আওনাল্লাকা ফিন্নাওয়া ইবে - কুল্লা হাম্মিউ অ গাম্মিন - সাইয়ানজালী - বেনবু ওয়াতিকা - ইয়া রাসূলাল্লাহ - অবে অলাইয়া - তিকা-ইহা আলী, ইয়া আলী, ইয়া আলী !

আমল নাম্বার - (৫)

আমার স্নেহের মা ও বোন ! সংসারের কাজ কর্মে যদি দেহে ক্লান্তি আসিয়া যায় কিংবা যে কোন কারনে কেহ যদি দুর্বল হইয়া যায়, তাহা হইলে তাড়া তাড়ি ডাক্টারের নিকট যাইবার চেষ্টা করিবেন না । ডাক্টারী চিকিৎসার দিকে খুব বেশি ঝুঁকিয়া পড়িলে সংসারে অবর্কাত আসিয়া যাইবে । তাই নিম্নের দোয়াটি সকাল সন্ধায় সাতবার করিয়া পাঠ কারিয়া নিবেন । বরং যখন তখন পাঠ করিতে থাকিবেন। ইহাতে আপনার দৈহিক অলসতা ও দুর্বলতা দুর হইয়া যাইবে ।

"يَا قَادِرُ يَاقَوِىُّ يَاقَائِمُ يَادَائِمُ"

উচ্চারন - ইয়া ক্বাদিরো, ইয়া কাবীউ, ইয়া কায়েমু, ইয়া দায়েমু ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমল নাম্বার - (৬)

আমার মা ও বোনেরা ! অনেক সময়ে অনেক বাচ্চাদের স্মৃতি শক্তি কম থাকে। পড়া শোনা স্মরনে রাখিতে পারে না । খুব পড়িবার পরেও ভুলিয়া যায় । আবার অনেকের পড়াশোনায় আদৌ মন থাকে না । মোটকথা, ছোট বড় যাহাদের স্মরন শক্তি কম, তাহাদের জন্য নিম্নের দোয়াটি অত্যন্ত কার্যকরি । নিম্মের দোয়াটি সাতবার পাঠ করতঃ পানিতে ফুঁক দিয়া কিংবা সম্ভব হইলে কাগজে লিখিয়া বোতলে ফেলিয়া দিবেন এবং সেই পানি এগারো দিন অথবা একুশ দিন পান করিতে থাকিবেন । এই পানি ছাড় অন্য পানি না পান করিলে খুব ভাল হইবে । পানি যত কম হইয়া যাইবে ততো পানির সহিত পানি মিসাইয়া দিবেন।

"بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

يَارَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ وَعِيْسٰى"

উচ্চারন - বিস্ মিল্লা হির্রাহ্মা নির্রাহীম । ইয়া হাইউ, ইয়া কাইউম, ইয়া রব্বে মূসা অ হারূনা অ ঈসা ।

আমল নাম্বার - (৭)

ছোট বাচ্চা অনেক সময়ে রাতে ভয় করিয়া থাকে । আবার অনেক সময়ে ঘুমের অবস্থায় চমকাইয়া থাকে । মা ও বোনেদের বলিতেছি । আপনারা সকাল ও সন্ধায় নিম্নের সুরাহটি পাঠ করতঃ বাচ্চদের গায়ে ফুঁক দিয়া দিবেন । আর সম্ভব হইলে একটি কাগজে লিখিয়া তা'বীজ করতঃ বাচ্চার গলায় দিয়া দিবেন । ইনশা আল্লাহ বাচ্চা শান্তির সঙ্গে খুব আরামে ঘুমাইবে ।

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾

وَالْعَصْرِ ☆ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ☆ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ☆

pdf By Syed Mostafa Sakib

উচ্চারন - বিস্ মিল্লা হির্রাহমা নির্রাহীম । অল - আসরি - ইন্নাল - ইনসানা - লাফী - খুসরিন - ইল্লাল্লাজীনা - আমানু - অ আমেলুস্ সলিহাতি - অতাওয়া সাওবিল - হাক্কি - অতাওয়া - সাওবিস্ - সাবরি ।

আমল নাম্বার - (৮)

অনেক সময়ে মা ও বোনদের দুধ কম হইয়া যায় । ইহার কারণ হইল যে, কখনো মা ও বোনেদের দেহে রক্ত কম থাকে । আবার কখনো কাহারো বদ নজর লাগিয়া যায় । অনেক সময়ে বিভিন্ন রোগের কারনে দুধ এমনই কম হইয়া যায় যে, বাচ্চার পেট ভরিয়া থাকে না । এই অবস্থায় মা ও বোনেরা চঞ্চল হইয়া চিন্তার মধ্যে পড়িয়া যায়। আপনারা কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া নিম্নের আমলটি করিবেন । সূরাহ ক্বদর তিন দিন একুশবার করয়া পাঠ করতঃ রুটিতে কিংবা কোন খাবারের উপরে ফুঁক দিয়া কিংবা লবনে ফুঁক দিয়া খাইবেন কিংবা কাহারো প্রয়োজন হইলে খাইতে দিবেন। গরু ছাগল ও মহিসের দুধ যদি কম হইয়া যায়, তাহা হইলে এই আমলে কাজ হইবে।

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ☆ وَ مَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ ☆ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرُ ☆ تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَ الرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرِ ☆ سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ☆

উচ্চারন -বিস্ মিল্লা হির্রাহমা নির্রাহীম । ইন্না আন্জালনাহু ফি লাইলা তিল ক্বদরি অমা আদরাকা মা লাইলাতুল ক্বদরি - লাইলাতুল ক্বদরী খায়রুম মিন আলফি শাহরিন - তানাজ্জালুল মালাইকাতু অর্রুহু ফিহা বি ইজনি রব্বিহিম মিন কুল্লে আমরিন সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলা ইল ফাজরি ।

আমল নাম্বার - (৯)

নিজের দেহকে বন্ধ করিবার জন্য অথবা বাচ্চার দেহ বন্ধ করিবার জন্য নিম্নের

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিয়মে আমল করিবেন, তাহা হইলে বদনজর থেকে বাঁচিয়া যাইবেন এবং যাদু ও জিনের আক্রমন থেকে নিরাপদ হইয়া যাইবেন । বিষেশ করিয়া সকাল ও সন্ধ্যায় বাচ্চা দিগকে ছিড়িবার পুর্বে আমলটি করিবেন । প্রথম চারবার পাঠ করিয়া নিবেন - বিস্ মিল্লা হির্রাহমা নির্রাহীম । এইবার নিম্নের দোয়াটি পাঠ করতঃ হাতে ফুঁক দিয়া বাচ্চাদের সমস্ত দেহে হাত বুলাইয়া দিবেন ।

بِحَقِّ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ☆ بِحَقِّ مِيْكَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ☆

بِحَقِّ اِسْرَافِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ☆ بِحَقِّ اِزْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

☆لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ☆

উচ্চারন - বেহাক্কে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম । বেহাক্কে মাকাঈল আলাইহিস সালাম । বেহাক্কে ইসরাফীল আলাইহিস্ সালাম । বেহাক্কে ইজরাঈল আলাইহিস্ সালাম । লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহু ।

আমল নাম্বার - (১০)

আমার স্নেহের মা ও বোনদিগকে বার বার বলিতেছি, নিম্ন দোয়াটি বাড়ির সবাই মুখস্ত করিয়া নিবেন এবং প্রতিবেশিদের মুখস্ত করিয়া নিতে বলিবেন । যে স্থানে দুশমনের আক্রমনের ভয় থাকিবে অথবা হঠাৎ কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইবার সম্ভবনা বুঝিতে পারিতেছেন সেই সময়ে এই দোয়াটি ছোট বড় নির্বিশেষে পুরুষ ও মহিলা সবাই সব সময়ে পাঠ করিবেন । ইশা আল্লাহ তায়ালা নিরাপদে থকিবেন । মোটকথা, যেখানে বিপদের কারণ সেখানে অবশ্যই পাঠ করিতে থাকিবেন।

"اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ"

উচ্চারন - আল্লাহুম্মা ইন্না নাজয়ালুকা ফী নুহুরিহিম অ নাউজুবিকা মিন শরুরিহিম ।

আমল নাম্বার - (১১)

বিনা প্রয়োজনে কাহারো নিকটে কোন জিনিষ চাওয়া আদৌ উচিত নয় । কাহারো নিকট থেকে কোন জিনিষ পাইতে হইলে কিংবা কাহারো কোন কথা মানাইতে হইলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিম্নের আমলটি খুবই কার্যকরি । কাহারো নিকট কোন প্রস্তাব নিয়া যাইবার সময়ে কিংবা কেহ কাছে আসিয়াছে তাহার নিকটে কোন প্রস্তাব রাখিবার পূর্বে প্রথম দোয়াটি পাঠ করিয়া নিতে হইবে । তারপর সাত বার দ্বিতীয় দোয়াটি সাতবার পাঠ করিয়া নিবে । তারপর তৃতীয় দোয়াটি একবার পাঠ করিয়া নিয়া নিজের মনের কথা প্রকাশ করিবে । ইনশা আল্লাহু তায়ালা উদ্দেশ্য পূর্ন হইয়া যাইবে ।

প্রথম দোয়া - يَابُدُّوْحُ উচ্চারন - ইয়া বুদ্দুহ ।

দ্বিতীয় দোয়া - وَ اَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ উচ্চারন - অ - আম্মাস সাইলা ফালা তানহার।

তৃতীয় দোয়া - اِلٰهِیْ سُوَالِ مَنْ رَدْ نَهْ شُوْدْ وَ قَبُوْلِ شُوْدْ উচ্চারন - ইলাহী সোয়ালে মান রদ নাহ শোদ অ কবুল শোদ ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) আমলের ফলাফল পুরাপুরি পাইতে হইলে হালাল রুজি খাইতে হইবে । আমল করিবার সময়ে খুব একাগ্রতা থাকা জরুরী অর্থাৎ একমনে একধ্যানে আমল আরম্ভ করিতে হইবে । মনের মাঝে যত বেশি একাগ্রতা থাকিবে ততো বেশি কাজ হইবে ।

(খ) প্রত্যেক আমলের পূর্বে ও পরে এগারো বার করিয়া দুরুদ শরীফ পাঠ করিয়া নিবে । সাত বার পাঠ করিলেও হইবে । কমপক্ষে তিন বার পাঠ করিতে হইবে । যে কোন দরুদ শরীফ পাঠ করিলে চলিবে । তবে নিম্নের দরুদ শরীফ পাঠ করিয়া নিতে পারেন ।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ☆ اَلصَّلٰوةُ

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ ☆ اَلصَّلٰوةُ

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ ☆ اَلصَّلٰوةُ

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَانُوْرَ مِّنْ نُوْرِ اللّٰهِ ☆

উচ্চারন - আস্ সালাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া রসুল্লাহ । আস্ সালাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ । আস্ সালাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া নুরাম্

pdf By Syed Mostafa Sakib

মিন নুরিল্লাহ।

(গ) যখন কোন জরুরী কাজের জন্য কিংবা মনের কোন জায়েজ কামনা পূর্ন করিবার জন্য কোন জিনিষ আমল করিতে ইচ্ছা করিবেন তখন অবশ্যই ফাতিহা করিয়া নিবেন, তাহা হইলে খুব তাড়া তাড়ি কাজ হাসেল হইয়া যাইবে। ফাতিহা করিবার নিয়ম - প্রথমে এগারোবার দরুদ শরীফ -

"اَللّٰهُمَّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ"

তারপর সূরায় ফাতিহা একবার -

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ☆ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ☆ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ☆ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ☆ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ☆ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ـ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ☆

তারপর একবার আয়াতুল কুরসী -

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারপর তিনবার সূরায় ইখলাস -

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ☆ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ☆ لَمْ يَلِدْ ۔ وَلَمْ يُوْلَدْ ☆

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ☆

আবার এগারো বার দরুদ শরীফ পাঠ করতঃ দুই হাত উঠাইয়া দরবারে ইলাহীতে আবেদন করিবেন - আল্লাহ ! আমি তোমার এই অক্ষম বান্দা যাহা কিছু পাঠ করিয়াছি, তাহা তোমার দরবারে হাজির করিয়া দিলাম । দয়া করিয়া তোমার হাবীব মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলায় কবুল করিয়া নাও । অতঃপর আপন অনুগ্রেহ আমাকে যে সাওয়াব দান করিবে তাহা সর্ব প্রথম আমার তরফ থেকে আমার মাহবুব মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে হাজির করিয়া দাও । তারপর তাঁহার অসীলায় সমস্ত আম্বিয়ায় কিরাম, সমস্ত সাহাবায় কিরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনদের দরবারে হাজির করিয়া দাও । ইহাদের সবার অসীলায় সমস্ত মুমিন ও মুমিনাতের রূহে পৌঁছাইয়া দাও । বিশেষ করিয়া হুজুর গওস পাক হজরত আব্দুল ক্বাদের জীলানী ও আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী আলাইহিমার দরবারে পৌঁছাইয়া দাও । ইয়া আল্লাহ ! ইহাদের সবার অসীলায় আমার আমলকে কবুল করতঃ আমার উদ্দেশ্যকে পূর্ন করিয়া দাও । আমীন !

(ঘ) আমার মা ও বোনেদের একটি জরুরী পরামর্শ প্রদান করতেছি । আপনাদের মাত্র কয়েকটি অমলের কথা বলিয়া দিয়াছি । এই আমলগুলি যদি খুব মজবুত করিয়া নেওয়ার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার একটি পরামর্শ নিতে হইবে । চল্লিশ দিন ঠিক নিয়ম করিয়া আমলগুলি পাঠ করিয়া নিবেন । তাহা হইলে সমস্ত আমলে ফল পাইবেন । তবে প্রত্যেকটি আমল চল্লিশবার করিয়া পাঠ করিয়া নিবেন। এইবার একটি কথা বলিতেছি, চল্লিশ দিনের মধ্যে যদি শরীর খারাপ হইয়া যায়, তাহা হইলে ভয় করিবেন না । প্রতিদিনের পড়া বন্ধ করিবেন না । মাসিকের অবস্থায় নামাজ রোজা করিবেন না ঠিকই কথা কিন্তু আমল বন্ধ করিলে চলিবে না । ঠিক নিয়মিত ভাবে অজু করিয়া মুসাল্লা বিছাইয়া প্রতি দিন যেমন আমল করিয়া থাকেন তেমন আমল করিতে থাকিবেন । মাসিকের অবস্থায় দোয়া দরূদ পাঠ করায় কোন দোষ নাই । বরং সারা বছর মাসিকের অবস্থায় ঠিক নামাজের সময়ে সময়ে অজু

pdf By Syed Mostafa Sakib

করতঃ মুসাল্লা বিছাইয়া বসিয়া কিছুক্ষন জিকির আজকারের মধ্যে থাকিবেন। ইহাতে ধারা বাহিকতা বজায় থাকিবে এবং শয়তানের আক্রমন থেকে বাঁচিয়া যাইবেন। একজন মহিলা যদি আট দশ দিন নামাজ না পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে শয়তান তো সুন্দর করিয়া ঘড়ে বসিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে।

(ঙ) আমার স্নেহের মা ও বোনকে আর একটি পরামর্শ দিতে চাহিতেছি যে, যদি আল্লাহর অয়াস্তে এই পরামর্শটি পালন করিতে পারেন, তাহা হইলে সুবহানাল্লাহ! আপনার জবান খুব পাক সাফ হইয়া যাইবে এবং দিল হইয়া যাইবে আয়নার মত ঝক ঝকে। ইনশা আল্লাহ তায়ালা কোন আমল আপনার বিফল হইবে না।

চল্লিশ হাজার দরূদ শরীফ পড়িয়া নিবেন। আর যদি সম্ভব করিয়া সত্তর হাজার বার দরূদ ফরীফ পাঠ করিয়া নিতে পারেন, তাহা হইলে সুবহানাল্লাহ খুবই ভাল হইবে। আর যদি কষ্ট করিয়া এক লাখ চব্বিশ হাজার বার দরূদ শরীফ পড়িয়া নিতে পারেন, তাহা হইলে সুবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার! সারা জীবনের জন্য আপনার আমলের যাকাত আদায় হইয়া যাইবে। তবে ভয় করিবার কিছুই নাই। একদিনে পড়িতে পারিবেন না। এক সপ্তাহে পড়িতে বলিতেছি না। এক মাসেও নয়। দুই চার মাস ধরিয়া পড়িয়া নিবেন। কেবল হিসাবটাই ঠিক রাখিয়া যাইবেন। যেদিন পড়া শেষ হইয়া যাইবে সেই দি নিজের সামর্থ মতো কিছু মিষ্টি কিনিয়া নিয়া ফাতিহা করিয়া নিবেন। আর ঐ ফাতিহায় এই গোনাহগারের কথা স্মরন করিয়া দোয়া করিয়া দিবেন।

اللهم صل على سيدنا محمدن

النبى الامى واله واصحابه

وبارك وسلم صلاة وسلاما

عليك يا رسول الله۔

pdf By Syed Mostafa Sakib